দি

টেম্পেষ্ট

(মহাকবি সেকস্‌পীয়রের ছায়া অবলম্বনে)

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৭

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৯৬১

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

মহাকবি ট্রাজেডী লিখেছেন, কমেডী লিখেছেন, কিন্তু 'দি টেম্পেষ্ট' এই দুটির একটি বিভাগেও পড়ে না। এটি তাঁর 'রোমান্স' নাটকাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এটির জুড়ি 'সিম্বেলিন', 'দি উইন্টার্স টেল' প্রভৃতি নাটক। 'রোমান্স' বলতে এই বোঝায় যে, এটির বাস্তবের ঘটনার সঙ্গে ঘোর অমিল। অসম্ভব ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনার এখানে সমাবেশ। কিন্তু মহাকবি তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রজাল প্রভাবে এটিকে অপূর্ব রূপ দিয়েছেন, তাকে কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন। তাই এই রস-সৃষ্টিতে ডুবে গেলে বাস্তবকেই অবাস্তব মনে হয়, অবাস্তবই বাস্তব হয়ে ওঠে। এখানে সময় বা বিস্তৃতির বালাই নেই, নেই ভৌগোলিক সংস্থানের অস্তিত্ব—তবু সে তো এক অপূর্ব রসভাণ্ডারের সন্ধান দেয়। ঝড় এসে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই কল্পলোকে, আর আমরা সেই কল্পলোকেই ঘুরে বেড়াই। সেখানে এরিয়েলের গান শুনি, প্রকৃতির শিশু মিরান্দাকে দেখি, দেখি জাদুকর প্রস্পারোকে। আর রসাস্বাদ করি মহাকবির অমৃতময়ী লেখনীর কাব্যধারা।

কিন্তু ঘটনা-সংস্থানে অবাস্তবতা থাকলেও, নব-জাগৃতী আবিষ্কারের, অভিযানের যে প্রেরণা এনে দিয়েছিল, সেই প্রেরণার কথা বলেছেন মহাকবি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পোষণ ও শোষণকারী হয়েও তিনি থাকেন নি, তিনি দেখিয়েছেন আদিবাসীর দুঃখ। মুক্তির জন্যে সে উন্মাদ। আবার নব-জাগৃতী যে বৈশ্য-যুগ সৃষ্টি করে বসল, তার মধ্যে তিনি এক সাম্যের রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। এদিক দিয়ে এই নাটকখানি শুধু রোমান্টিক নয়, এর অন্তর্নিহিত যে ভাবধারা তাই তাকে চিরায়ত সাহিত্যে পরিণত করেছে।

এই নাটকখানি মহাকবির আর-আর নাটকগুলির মতো বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ চোখে পড়ে না। আমরা শুধু একখানি ভাবানুবাদ পাই কবি হেমচন্দ্রের রচনায়। এখানির তিনি নামকরণ করেছেন 'নলিনী-বসন্ত'। তিনি পরিবেশ পরিবর্তন করে তাকে এনেছেন ভারতীয় পরিবেশে। এ-বই আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অলমতি বিস্তরেন—

—অশোক গুহ

পাত্র-পাত্রীগণ

আলোন্‌সো—নাপলীর রাজা

ফার্দিনান্দ— ঐ পুত্র

সেবাস্তিয়ান—ঐ ভ্রাতা

প্রস্পারো—মিলানের নির্বাসিত সামন্তরাজ।

আন্তনিয়ো— ঐ ভ্রাতা—বর্তমানে সামন্তরাজ

গঞ্জালো— একজন সৎস্বভাব সভাসদ।

আদ্রিয়ান
ফ্রান্সিস্‌কো } সভাসদগণ।

ত্রিনকুলো— বিদূষক

স্তেফানো— মাতাল বাবুর্চি।

জাহাজের ক্যাপ্টেন, সহকারী ও লস্করগণ।

ক্যালিবান— এক বর্বর দ্বীপবাসী

মিরান্দা— প্রস্পারোর কন্যা।

এরিয়েল— এক অশরীরী আত্মা।

আইরিস
জুনো
সেরেস
বনবালাগণ
শস্যকর্তনকারিণীগণ } পরীদের দ্বারা অভিনীত

অন্যান্য অশরীরী অনুচর ও অনুচরী।

সংযোগস্থল—প্রথমে জাহাজ, তার পরে দ্বীপের নানা অংশ।

পূর্বাভাস

মহাকবির প্রতিষ্ঠা দিকে দিকে। কে বলবে, এই সেই যুবক—ভাগ্য-অন্বেষণে এসেছিল লণ্ডনে অখ্যাত গ্রাম স্ট্রাট ফোর্ড অন য়্যাভন থেকে। এখন সৌভাগ্যের ঘুরোনা সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন সেই অখ্যাত, অজ্ঞাত যুবক। এখন তিনি যশের ঊর্দ্ধ শিখরে। নাম তাঁর যথেষ্ট, তিনি নটকুল চূড়ামণি না হোন; নাট্যকার কুল চূড়ামণি তো বটেনই। ইংলণ্ডের গর্ব তখন রাণী এলিজাবেথ, ইংলণ্ডের গর্ব তখন তাঁর নবযুগ, আর সেই নবযুগের বাণীর প্রচারক মহাকবি সেক্সপীয়র।

মহাকবির যশ জুটেছে, অর্থ জুটেছে, কিন্তু প্রতিভা তখনো ম্লান হয়নি—দেদীপ্যমান সে-প্রতিভা। মহান অভিযানের যুগ নব জাগরণ, আর সেই নবজাগরণকে তিনি আরো মহান করে তুলেছেন। ইংরেজী শব্দভাণ্ডার নিয়ে কি অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করছেন। আর সেই শব্দধারার কবিত্ব-সুধায় মাতোয়ারা তখন ইংলণ্ড।

মহাকবি অক্লান্তকর্মী, গ্রীক পুরাণ পড়েন, রোমান জ্ঞানী প্লুতার্কের জীবনী-সংগ্রহ পড়েন, আবার ইতালীর কথাও পড়েন। আর সেইগুলিকে নিজের কল্পনার রঙে-রসে জারিয়ে রূপ দেন। কংকালটা ধার করা, একথা কেউ ভাবতে পারে না, তিনি কুম্ভীলক-বৃত্তিক, একথা কেউ বলে না। সবাই নতুন চরিত্র আর ঘটনার সমাবেশে অভিভূত হয়ে যায়। কাব্যের আবেদন মনে গিয়ে পৌঁছয়।

জীবনে অনেক লিখেছেন, কমেডীর হাস্যরসে, আনন্দে খোরাক জুগিয়েছেন জনগণকে, ট্রাজেডীর অন্তর্ঘন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন মানুষের মন। আবেগের লাভা বয়ে গেছে, বিষাদের ঝড় উঠেছে, আবার মানবতার উদ্দীপনা জেগেছে, পুরাকাল কবির সমকালের সঙ্গে এসে মিশে গেছে।

কবি ভাবলেন, রোমান্সের যুগে ফিরে যাবেন, আবার কল্পনার পাখায় ভর করে ছুটবেন। পরী তার জীবনের দোসর হবেন। যেমন হয়েছিলেন তরুণ বয়সে—নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নে। তাই মাল-মশলা যোগাড়ে লেগে গেলেন। বারমুডা আবিষ্কারের বই পড়লেন, সাগর অভিযানের কত বই টেবিলে এসে জমা হতে লাগল। শুধু তাই নয়! মতেঁনের প্রবন্ধসংগ্রহও দেখা গেল। আবার জার্মান নাটকও একখানি এসে দেখা দিল। আর কবি ওভিড তো আছেনই।

মহাকবি মাল-মশলা সংগ্রহ করলেন, পড়ে নিলেন। তারপরে ভাবনা, কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে নাটক। রাজা প্রথম জেমস্-এর কন্যার বিবাহে অভিনীত হবে নাটক।

লিখতে বসে গেলেন, কল্পনা ছত্রে ছত্রে এসে ঠাঁই নিলে। এক অদ্ভুত পরিবেশ, এক বিজন দ্বীপে হল সংযোগস্থল। আর সেখানে জিন আর পরীদের মেলা বসে গেল। সংঘাত তো নেই তেমন, কাহিনীও সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য কাহিনীকে অসামান্য রূপ দিয়েছেন কবি-মানস। কোন অসঙ্গতি নেই নাটকীয় আঙ্গিকের, সম্ভাব্য-কি-অসম্ভাব্য পরিস্থিতি—সেকথাও ভাবতে হয় না। এক অলোক লোকে চলে যায় পাঠকের মন, অধরার মায়ালোকের বাসিন্দে হয়ে।

এ নাটক রোমান্টিক বটে, এর মায়াজাল পাঠককে জড়িয়ে ফেলে। কোথায় সেই নির্জন দ্বীপ—তার ভৌগলিক সংস্থান নিয়ে পাঠক ভাবতে বসে না। সময়ের হিসেব রাখে না, ঝড়ের ভিতরে

তার সত্তা লীন হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে এই আলোকে শুধু মায়াফুলই ফোটে না, স্বপ্ন এখানে ঘিরে থাকে না—আর নিদাঘের স্বপ্নের মতো নিছক কবি-কল্পনার ভুলের ফসলে রঙ্গরসের উদ্রেক করে না। এখানে আছে নিয়তির কর্তৃত্ব। নিয়তি মানুষের ইচ্ছার দাস নয়, সেই কর্তা—তারই কর্তৃত্বাধীন মানুষ। অশরীরীরা তারই আজ্ঞাবহ দাস, তারা মানুষকে নিয়ে যায় নিয়তির ছকে-বাঁধা পথে। তবে শেষ পর্যন্ত মিলন-মাধুরী মণ্ডিত করে তোলে। এই নিয়তির দাস সবাই—এমন কি মানবতাবাদী প্রস্পারোও। নিয়তির দাস হয়ে তিনি সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মানবতার সেবায় যে সংগ্রাম আছে, যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, সে-বালাই তার নেই। যাদুদণ্ড হয়ে তিনি নিয়তির নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন সবাইকে—নিজেও বাদ যান না।

এখানে বিজ্ঞানী-দৃষ্টি নিয়ে যদি কেউ বলেন, ধনবাদের প্রাথমিক দশায় উপনিবেশ বিস্তারই প্রথমতম কথা। এবং সেই আদিযুগে নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল উপনিবেশ বিস্তারের উদ্‌যোগ। আমেরিকার আদিবাসীদের নিয়ে লেখা হচ্ছিল কলোনির শাসন-শোষণের ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদী নখ গজাতেই সাম্রাজ্যবাদী কানুন ও বিধান জারি করেছিল—তাদের শাসন করে গড়তে হবে উপনিবেশ, তাদের দেশের কাঁচা মাল শোষণ করে নিয়ে আসতে হবে নিজের দেশে। মর্তেন এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু টমাস মূর তা ছিলেন না। মূরের উটোপিয়া এই ঔপনিবেশবাদের জয় জয়কার, কিন্তু মূর যা পারেননি, তাই করলেন মহাকবি সেকস্‌পিয়র। তিনি শুধু উপনিবেশবাদকেই বড় করে দেখালেন না, আদিবাসীদের দাসত্বের নিগড়ে বাঁধতে হবে, তাদের খাটাতে হবে—এই হ'ল তাঁর কথা। টেম্পেস্টে আমরা প্রস্পারোকে দেখি সেই ঔপনিবেশবাদের হোতা হিসাবে। কিন্তু হোতা হলেও ধনবাদের আদি যুগের মানুষ

তিনি। নবজাগরণ যে দ্বার খুলে দিলে বিশ্বের, যে আবিষ্কারের অভিযানের ঘটা পড়ে গেল, তিনি তারই সঙ্গে একীভূত। কিন্তু ধনবাদ তো তখন তার আদি সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তার মহান ধর্ম তো স্বার্থের তুষার-গলা জলে ভেসে যায় নি। তাই সে মৈত্রীকামী। তাই সে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকামী। তাই গঞ্জালেস ভাবে এমন এক আদর্শ উপনিবেশের কথা, যেখানে চুক্তি বলে কথা নেই, নেই ওয়ারিসত্বের ফেকড়া, নেই জমির চৌহদ্দীর পরচা, নেই খাজনা। সেকস্পীয়র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হোতা হলেও এইখানেই তিনি মহান। তাছাড়া উপনিবেশবাদের হাতিয়ার মত্ত আর চাবুক—দুয়েরই তীব্রতা তিনি দেখিয়েছেন। এই দুটিই ধনবাদী সভ্যতার প্রথম দূত। এই দূত দুটি এসে প্রস্পারোর দ্বীপে রাজ্য বিস্তারের সহায়তা করল। এই দুটিই হ'ল শোষণের যন্ত্র। প্রস্পারোর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল আদিবাসীরা। ক্যালিবান তাদের মধ্যে একজন। যাদুদণ্ড প্রস্পারোর ছিল—কিন্তু সে যাদুদণ্ড কি এই দুটি ?

ছিটেফোটা সংস্কৃতি পেল আদিবাসীরা। সব আদিবাসী নব জাগরণের পরোক্ষ সহায়ক হলেও এর মূলে ছিল শোষণের যন্ত্র তৈরির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফলও হ'ল। ক্যালিবানেরা হল দাস। কিন্তু দাসত্বের মধ্যে উপ্ত হল বিদ্রোহের বীজ, স্বাধীনতা চাই, চাই দাসত্ব থেকে মুক্তি। ক্যালিবানেরা হল বিদ্রোহী —তারা হল বিপ্লবী। উপনিবেশবাদে মানবতাবোধের উদ্দীপনা যতই থাকুক, ধনবাদী ব্যবস্থাকে কায়েম করাই তার উদ্দেশ্য, শোষণেরই সে ধারক ও বাহক—দাসত্বেরই সে নিয়ন্ত্রক—একথা বলতে দ্বিধা করেননি মহাকবি। কিন্তু রাজকীয় মহিমার যুগে, ধনবাদী যুগের আবাহন যখন নবজাগরণের মাধ্যমে দিকে দিকে বিঘোষিত, তখন একথা এভাবে তো বলা যায় না! তাই মহাকবিকেও কালের মুখের দিকে চেয়ে ঈশপের প্যারাবলের ভাষা আমদানী করতে হয়েছে, কিম্ভুত ক্যালিবানের মুখে তুলতে হয়েছে স্বাধীনতার

জিগির। কিন্তু নাটকে যে মনকে দাবিয়ে রেখেছিলেন—যে বোধি অন্তরাল থেকে চমক দিয়েছিল, সে বোধি তাঁকে ধনবাদী জগতে আর তিষ্ঠোতে দিলে না। তিনি নগর ছেড়ে চলে গেলেন গ্রামে, অবসর গ্রহণ করলেন। ধনবাদের মূল্য বুঝেছিলো কবির বুর্জোয়া মানস, কল্পনায় জন্ম দিয়েছিলো মানবতাবোধের উদগাতা প্রস্পারোকে; কিন্তু বুর্জোয়া সৃষ্ট এই মানবতাবোধ যে বিকৃত হয়ে উঠল শোষণে, এটা তিনি সইতে পারলেন না। তাই অবসর নিলেন মহাকবি—ধনবাদী নগরী শোষণের চারণভূমি লণ্ডন থেকে তিনি রাজ দরবারের চৌহদ্দির মধ্যে আর ফিরে যেতে পারলেন না। কারণ ধনবাদী যুগের মহত্ব তাঁর কাছে প্রকাশিত, আবার ধনবাদী যুগের বিকৃতিও তাঁকে ধরে রাখতে পারলে না। মহাকবির কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল।

এ ভাষ্য মার্কসবাদী বিজ্ঞানীরা করে থাকেন, এর সঙ্গে অন্যান্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নেই, কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যতা আছে তা প্রণিধান যোগ্য। যে রেনেসা আবিষ্কার-অভিযানে নতুন জাগরণ নিয়ে এল, সেই রেনেসাঁই হল ধনবাদের জননী। ধনবাদ তার মহত্ব নিয়ে দূরকে নিকট করার দায়িত্ব নিলে, দুনিয়াকে একসঙ্গে বাঁধতে চাইলে, আর তারই ফলে জন্ম নিল মানবতাবোধ। এই মানবতাবোধ পৃথিবীর যেখানে যে আছে, তাকে মিলিয়ে দিতে চাইলে, কিন্তু মেলাবার হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল শোষণ। শোষণের যন্ত্র অবাধে চলতে লাগল. মানবতাবোধ উপে গেল, স্বার্থই হল একমাত্র আদর্শ। ধনবাদী যুগ মহত্ব ত্যাগ করে পাশব হয়ে উঠল।

ভাষ্য শেষ হ'ল, নাটকের কুশীলবদের এবার আলোচনা করে দেখা যাক। প্রস্পারোর পরিচয় আমরা পেয়েছি। তিনি :বিরাট পুরুষ, যুগের প্রতীক—যুগন্ধর। তিনি কালের বোধ, বিবেক। তিনি ক্রোধের বশবর্তী হন না, প্রতিশোধোমত্ততায় হর্ষকারীতা

করে বসেন না। তিনি জাত্বকর বটেন, কিন্তু তাঁর নীতিবোধ তাঁর ঐন্দ্রজালিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। যাতুশক্তি তাঁর কাছে কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল নয়, তিনি পরোপকারে তার শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। তাই তাঁর যাতুবিদ্যা শুভ—কৃষ্ণ নয়। কর্তব্য তিনি অবহেলা করেছিলেন জ্ঞানের অতল ভাণ্ডারে ডুব দিয়ে, তার ফলে রাজ্য হারালেন, কিন্তু এখন কর্তব্যে সজাগ। তিনি বোঝেন শুধু জ্ঞান বৃথা, জ্ঞানের ফসল ফলাতে হবে কাজ দিয়ে। তুঃখের পাঠশালায় পাঠ নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন কোমল হৃদয়। এই অলোক পরিবেশে দেবতা-সমান শক্তিমান হয়েও তিনি মানুষের তুর্বলতাটুকু পোষণ করেন। তাঁর যাতুশক্তি শুধু উপকারেই লাগে, প্রতিশোধে নয়!

আর আছে মিরান্দা! সে তো শুধু রমনী নয়, রমনী রতন। গুণে সে অতুলনীয়া, রূপে অদ্বিতীয়া। প্রকৃতির শিশু সে, রুচি তার অতি মার্জিত। অপার্থিব তাকে বলতেই বা বাধা কি! মহাকবি রমনীর মন জানতেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন এই নারী চরিত্র, কিন্তু এমন নারী তো আর কোথাও দেখা দেয়নি!

কিন্তু এই দেববালা রক্ত-মাংসে গড়া নারী। অকৃত্রিম নিষ্পাপত্য তার আছে, কিন্তু নারীত্বের সুষমায় সে ভরা—তাই তাকে অতি মানুষ বলে মনে হয় না। বরং এমন নারীকে আমরা কামনা করি—আমাদের প্রিয়া রূপে, গৃহলক্ষ্মী রূপে। তার লজ্জারক্ত প্রথম যৌবন আমাদের মন টানে।

এরিয়েল। এরিয়েল মানুষ নয়, দেবদূত। কিন্তু চরিত্র তার গড়ে ওঠেনি—সে মানুষ-প্রস্পারো, যাতুকর-প্রস্পারোর দাস। তাই সে ব্যক্তি-সত্ত্বায় সমুজ্জ্বল নয়, সে সত্তাহীন। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যক্তিসত্তা তার চমক দিয়ে ওঠে—তাই তাকে জীবন্ত বলে মনে হয়। সে বাতাসের আত্মা, বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, কল্পলোকের সে বাসিন্দে। কথায় তার সঙ্গীত ঝরে পড়ে যেমন বাতাসের

প্রবাহে ঝরে পড়ে সঙ্গীত। কিন্তু মানুষের সে দরদী। সে প্রস্পারোর দাস কিন্তু সে চায় মুক্তি। মুক্তিকামনার সে বন্দী প্রতীক। 'মিড্ সামার নাইট'স ড্রিম'-এর পাক্-এর মতো সে চপলতাও করে, কিন্তু পাক-এর মতো স্বাধীন সে নয়!

তারই বিপরীত ক্যালিবান। সে আদিবাসী, স্বর্গের কেউ নয়! মর্ত্যের ধুলো-মাটির মানুষ। সভ্যতার আলোক-বিবর্জিত বর্বর। হ্যাজলিটের কথায়—মনে হয় যেন, মাটি খুড়ে তাকে তোলা হয়েছে। সে ভীরু, মিথ্যাবাদী, নীচ—নীতিবোধ তার নেই। তার ভাষার নেই মার্জিত রুচির পরিচয়। কিন্তু এহেন ক্যালিবানের মনে আছে পরাধীনতার গ্লানি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ তার সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়েছে, তাকে তাদের সভ্যতার গিল্টি দিয়ে মুড়ে দিতে চেয়েছে, আবার তাকে মদে মাতাল করেছে, চাবুকে কাবু করেছে—এই সভ্যতার তাই সে শত্রু। একজন মার্কস্‌বাদী সমালোচকের মতে তার এই বিদ্রোহী আত্মাই তাকে দিয়েছে মহত্ব; মহাকবির মমত্ববোধ ও তার উপরে পড়েছে।

গঞ্জালেসকে তারপরে আমরা খতিয়ে দেখতে চাই; গঞ্জালেস সভাসদ বটে কিন্তু সজ্জন। তিনি নির্বাসনকালে প্রস্পারোকে দিয়েছিলেন খাদ্য আর পুঁথি, কিন্তু প্রস্পারোর পক্ষ সমর্থন করে তাঁকে রাজপদে রাখার প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালাতে পারেননি। কিন্তু এ ত্রুটি ক্ষমার্হ। বিপদে তিনি ধীর, দুর্ভাগ্যে তিনি প্রফুল্লচিত্ত। তাঁর রসবোধ তীক্ষ্ণ, কখনো তাঁকে ত্যাগ করে না। গঞ্জালেস পুরাণো ট্রাজেডীর সূত্রধর। যখন-তখন ঘটনাবলীর তিনি ভাষ্য করেন। কিন্তু নাটকেরই তিনি কুশীলব, মূল নাটকের ঘটনাবলীকে তিনি পরিণতির পথে নিয়ে গেছেন।

এবার আমাদের নায়ক ফার্দিনান্দের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। ফার্দিনান্দ তরুণ; ফার্দিনান্দ সাহসী বীর; তিনি জীবনে নারী বহু দেখেছেন, ক্ষণিকের জন্য প্রেমেও পড়েছেন, কিন্তু

নাগরবৃত্তি সম্বল করেন নি। মিরান্দাকে দেখা মাত্র তাঁর সেই হালকা নাগরালির জীবন শেষ হয়ে গেল, তিনি মিরান্দার সরল ভাবাবেগে ভেসে গেলেন। কিন্তু তিনি অযোগ্য নন মিরান্দার। তিনি রোমান্টিক, কবি, আবার মানবদরদী। তাঁর আত্মায় যে অপূর্ণতা ছিল, মিরান্দাকে পেয়ে এল সেই পরিপূর্ণতা। তিনি প্রেমে মজলেন, প্রেমের সংস্পর্শে এসে মানুষের প্রতি ভালবাসায়, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা খুঁজে পেলেন। অবিনাশী, মৃত্যুঞ্জয়ী হল তার প্রেম।

আরো বহু কুশীলব আছে নাটকে, তাদের কথা বাদ পড়ল। পাঠক-পাঠিকা তাঁদেরও খুঁজে বের করবেন। যাদের কথা বলা হল, তাদেরও খুঁজে বের করতে হবে। কিছু সংকেত দেওয়া হল মাত্র।

আসুন, এবার আমরা চলে যাই মহাকবির কল্পলোকে। মহাকবির কবি-সুষমার রস আস্বাদন করি, তাঁর চরিত্র-সৃষ্টিতে নিজেদের রূপায়িত দেখি! আসুন!

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

আপনি সমুদ্রে ঝড় হয়তো দেখেছেন, হয়তো তীরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন সাগরের সংক্ষুব্ধ গর্জন। প্রলয়ের কোলাহল নিয়ে ধেয়ে এসেছে তরঙ্গ—মোচার খোলার মতো তরীগুলি হেলছে-দুলছে, ডুবছে। হয়তো দেখেছেন, জাহাজের দুর্দশা। হয়তো আপনিও জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর তরঙ্গ দোলায় দুলতে-দুলতে ভগবানকে ডেকেছেন, গুণেছেন অন্তিম মুহূর্তের ক্ষণ। হয়তো আপনি জানেন, সে-ক্ষণের অনুভূতি।

আমি কূপমণ্ডুক। সাগর দেখেছি—সেও ফ্রেমে আঁটা। বিলাসীর ওজন-বায়ু সেবনের জন্য সে সাগর নিবেদিত। সেখানে হাঙর, মকর-কুমীরের আমন্ত্রণ হলেও সমুদ্র-স্নানার্থীর ভিড়ে তারা সন্ত্রস্ত। যেখানে তরঙ্গ ভয়াল সংকেত নিয়ে আসে না, নিঃশঙ্কচিত্তে যেখানে তরঙ্গের শীর্ষে দোলে মানুষ। আমি তো দেখিনি আতলান্তিক, দেখিনি প্রশান্ত মহাসমুদ্র—। তবু কল্পনায় আমি চিনি সাগরকে। তার বিরাট গম্ভীর রূপকে আমি আহ্বান করি, সম্ভাষণ জানাই। তার ঝড়ের দোলায় দুলতে থাকি।

মহাকবি সমুদ্রতীরে মানুষ, সাগরের সমান তাঁর প্রতিভা। তিনি সাগরের উত্তাল রূপ বাস্তবে দেখেছেন। তাই তিনি লিখেছেন মহানাটক দি 'টেম্পেষ্ট'। সাগরের ঝড় আর মানবহৃদয়ের ঝড় একাকার হয়ে গেছে। আমি সেই ঝটিকা বিক্ষুব্ধ মহানাটক উপহার দেব। আপনারা ঝটিকার পরিবেশের জন্য প্রস্তুত হোন।

যবনিকা উঠল,—

বিক্ষুব্ধ, বিধূনিত সমুদ্র। ঝড়ের মহাতাণ্ডব উঠেছে, হাঁকছে বাজ।

একখানা জাহাজ মোচার খোলার মতো সাগরে ভাসছে, ঝটিকা-তাড়িত হয়ে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

তার পাল বিধ্বস্ত, দড়িদড়া ছিড়ে গেছে, হাল ভগ্ন। লস্করেরা জাহাজখানি বাঁচাবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। সামাল, সামাল রব উঠেছে চারিদিকে।

এই ঝড়ের মধ্যে ডেকের উপরে দেখা গেল পালের তদারকদারী ক্যাপ্টেনকে।

ক্যাপ্টেন হন্তদন্ত হয়ে এসেছে, সে ডাকলে, এই লস্কর!

পালতদারককারী এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল,—কি ব্যাপার কর্তা?

সবাইকে কি করতে হবে বলে দাও! হুকুম দিলে ক্যাপ্টেন, খুব হুঁশিয়ার, জাহাজ হয়ত বরফের উপর গিয়ে পড়বে। লেগে যাও, কাজ কর?

ক্যাপ্টেন ছুটে চলে গেল। এমন সময় একদল লস্করকে দেখা গেল। এখন হুকুমবরদারই হুকুমের মালিক—তাই তদারককারী বললে, সাঙাৎরা, তোমরা সবাই ডাকাবুকো—ফুর্ত্তিসে কাম চালাও! জলদি চালাও, জোরে চালাও, নামাও পাল। কর্তার ভেঁপু শোন।

লোকটা রসিক, এই বিপদেও রসবোধ হারায়নি। তাই বললে—আয় না হাওয়া, জোরে বাজ না ভেঁপু! শুধু সাগরে জাহাজ চালাবার ঠাঁই থাকলেই হল। আবার বুঝি বা ক্যাপ্টেনকেও একটু ঠোকা হ'ল। সে আবার বললে, অমন সোনার ভেঁপু বাজনে-ওয়ালা মানুষ, বাজাও! বাজাও! পাড়ের কাছে না গেলেই হল।

লস্করদের এ রসিকতা স্বাভাবিক, তারা বিপদকে ডরায়না। বিপদ তাদের সঙ্গী—সাগর তাদের ঘর-বাড়ি।

তার কথা শেষ না হতেই সামন্তরাজ আন্তনিয়ো, রাজকুমার ফার্দিনান্দ, রাজা আলোনসো, সেবাস্তিয়ান, গঞ্জালো প্রভৃতি সভাসদবর্গ সহ ডেকের উপরে এসে হাজির হলেন। এঁরা স্থলের মানুষ, তাই এঁরা জাহাজ ডুবির ভয়ে সন্ত্রস্ত।

আলোনসো তাই বললেন, হুঁশিয়ার! ক্যাপ্টেন কোথায়?

পালের তদারককারী সহকারী ক্যাপ্টেনের কথাটা তার মনঃপূত হয়নি। সে বললে, আপনারা দয়া করে নিজেদের কামরায় যান হুজুর?

আন্তনিয়ো শুধালেন, ক্যাপ্টেন কোথায়?

ঐ শুনেছেন না, ভেঁপু বাজিয়ে হুকুম জারি করছেন? আপনারা আমাদের মেহনতি মাটি করে দিচ্ছেন, জাহাজ বাঁচানোর সব চেষ্টা আপনাদের তাড়াহুড়োয় ভেস্তে যাচ্ছে—কামরায় যান—ঝড়কে আপনারা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

গঞ্জালো এঁদের মধ্যে বুঝদার মানুষ, তিনি বললেন, তোমরা শান্ত হও, অস্থির হেয়ো না।

সহকারীটি বললে, হাঁ, হাঁ, শান্ত হব, যখন সাগর ঠাণ্ডা হবে। সে ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললে,—

যান! হাওয়া আর ঢেউ রাজরাজড়ার কি ধার ধারে! আপনারা কামরায় যান! আমাদের কাজে বাগড়া দেবেন না!

বেশ, বেশ! কিন্তু মনে রেখো—জাহাজে কে যাচ্ছেন! গঞ্জালো স্মরণ করিয়ে দিলেন।

সে যুগের জাহাজের নাবিক স্বাধীনচেতা মানুষ, আবিষ্কার আর অভিযানের নেশায় মসগুল। ওরা নতুন নতুন রাজ্য জয় করে সেখানে নব জাগরণের সংস্কৃতির বীজ ছড়িয়ে দেয়। তার রাজত্ব সাগর, তার নেশা অভিযান। সেখানে রাজা বা নীলরক্তের দাম তেমন নেই। তাই সে বললে,—

আমি নিজের মতো আর কাউকে ভালবাসিনে। আপনারা তো হুকুম দেনেওয়ালা, আসুন তো, হুকুম জারি করে থামান তো ঝড়, ঠাণ্ডা করুন সব, আর কখনো জাহাজের দড়িদাড়া ধরব না। আসুন, হুকুম জারি করুন! আর তা যদি না পারেন, অনেকদিন তো পরমায়ু পেয়েছেন, এবার দুর্ভাগ্যের জন্য তৈরী হুন। আমাদের কাজে ব্যাঘাত করবেন না। পথ ছাড়ুন!

এই বলে নাবিক দড়িদড়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গঞ্জালো রাজসভাসদ হলেও গণতান্ত্রিক মানুষ, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, যাহোক লোকটার কাছ থেকে আশা পাওয়া গেল। ও কখনো ডুবে মরবে না, ওর যেন ফাঁসি যাওয়ার জন্য জন্ম, ডুবে মরার জন্য নয়। ও ফাঁসিতেই মরুক, এই আমার নিয়তির কাছে কামনা, ওর ভাগ্যের সূত্রই হোক জাহাজের দড়িদড়া —কারণ জাহাজের দড়িদড়া তো ছিঁড়ে খুড়ে একাকার। ওর যদি ফাঁসিতে মরার জন্য জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের আশা আছে।

সবাইকে আশ্বস্ত করে ডেকের আর একদিকে নিয়ে গেলেন গঞ্জালো। এখানে থাকলে নাবিকদের কর্তব্যে বিঘ্ন ঘটাবেন এঁরা এই তার ভয়। আর তাঁর ফলে জাহাজডুবি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

ডেক ফাঁকা, আবার সহকারী নাবিককে দেখা গেল। বিপদ ঘনিয়ে আসছে সে জানে, এখনো সে আত্মস্থ। হুকুম জারি করছে।

ভেসে এল কোন এক যাত্রীর আর্তনাদ, সহকারী বিরক্ত হ'ল। সে বলে উঠলো জাহান্নামে যাক চিৎকার! ওরা তো ঝড়ো হাওয়ার চেয়েও বেশি চিল্লায়, আমার চেয়েও বেশি!

আবার সভাসদগণসহ সামন্তরাজ বা ডিউক আন্তনিয়ো এলেন। তাঁকে দেখে নাবিকের কি বিরক্তি! সে খেঁকিয়ে উঠল—

আবার আপনারা এসেছেন? আমরা কি সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ঠায় ডুবে মরব? আপনাদের কি ডোবার ইচ্ছে?

সেবাস্তিয়ান ইতর জনের এই স্পর্দ্ধায় জ্বলে উঠে বললেন, ওরে তোর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাক্!

তাহলে আপনারাই কাজ করুন। সহকারী বললে।

আন্তনিয়ো সামন্ত রাজা, তিনি বললেন, স্তব্ধ হও কুকুর! আমরা তোর মতো জাহাজডুবি ডরাই না!

গঞ্জালো বললেন, আমি হলফ্ করে বলতে পারি—ও আমাদের ডোবাবে না। যদিও জাহাজের দশা তখন বাদামের খোলার মতো তছ্‌নছ।

কিন্তু নাবিক দেখলে আর উপায় নেই, জাহাজ এবার তুষারময় তীরভূমিতে আছড়ে পড়বে। তাই সে সামাল, সামাল রব তুলল। সমুদ্রে রাখতে হবে জাহাজ, তীরে গেলেই ভেঙ্গেচুরে যাবে।

লস্করেরা ভিজে পোষাকে এসে হাজির। তাদের মুখে হতাশার ছাপ।

সব গেল! এখন শুধু ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আর উপায় নেই। সব গেল!

গঞ্জালো বললেন, রাজা আর রাজকুমার তো প্রার্থনায় বসে গেছেন। বলুন, আমরাও যোগ দিই। আমাদের তো তাদের মতো একই দশা।

সেবাস্তিয়ান ধীরে ধীরে বললেন, আমি তো অধীর।

আন্তনিয়ো বললেন, কতগুলো মাতাল আমাদের প্রতারণা করে জীবন হরণ করে নিয়ে গেল। ওরে নাবিক, তুই তো শয়তান, তুই যেন মরিস্, তোর উপর দিয়ে যেন দশবার জোয়ার বয়ে যায়।

গঞ্জালো তবু বললেন, যদিও ঢেউ তেড়ে আসছে, তবু এখনো ফাঁসি যাবার আশা যায়নি।

এরই মাঝে, আর্তধ্বনি উঠল যাত্রীদের!

হে দেবতারা,—বাঁচাও! বাঁচাও!

আমরা ডুবছি! জাহাজ ডুবছে!

বিদায়, বিদায় !

আন্তনিয়ো বললেন, এস আমরা সবাই ডুবে যাই।

এস আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিই।

সবাই ছুটে চলে গেলেন। শুধু ধীর, শান্ত গঞ্জালো ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ধীরে ধীরে বললেন,—

এই যে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, এর বদলে এক একর জমি পেলে তো ধন্য হতাম। সে জমি যত বন্ধ্যা হোক—যত শুষ্ক হোক ! সমুদ্রে সমাধির চেয়ে আমি বরং স্থলে মরতে পেলে খুশীই হব !

ঝড় মহাসমুদ্র বিধূনিত করে দেখা দিয়েছে। সেখানে এখন তরী টলমল, অশান্ত মাতাল মূঢ়ের মতো টলছে ! নাবিকেরা তরণী রক্ষার জন্য ব্যস্ত। তার তো পরিচয় আমরা গত দৃশ্যে পেয়েছি।

সাগরের এই ঝড়ের চিহ্ন নেই সাগরপারের নির্জন দ্বীপে। সেখানে এখন গাছের শাখায় মৃদু হিল্লোলের দোলা। উত্তাল তরঙ্গ এসে সেখানে বালুবেলায় ঘোর গর্জনে আছড়ে পড়ছে না। সেখানে এখন চির শান্তি বিরাজমান।

সেই বিজন দ্বীপের শান্ত বালুবেলায় দেখা গেল এক বৃদ্ধ আর তাঁর কন্যাকে। বৃদ্ধ মিলানের নির্বাসিত ডিউক প্রস্পারো, সামান্তরাজ তিনি। রাজ্যের শাসনভার তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন ভ্রাতার উপর। নিজে জ্ঞানের রাজ্যে ডুবে থাকতেন। তার ফল ফললো। প্রস্পারো নির্বাসিত হলেন। এই বিজন দ্বীপে এসে মিলল তাঁর আশ্রয়। এখানে এসে এক যাদুরাজ্যের অধিশ্বর হয়েছেন তিনি। যাদুবলে তিনি অশরিরী আত্মাদের বাঁধলেন দাসত্বের বন্ধনে। অধিবাসীদের উপর অধিকার কায়েম করলেন। :কিন্তু বিবেক রইল তাঁর নির্মল, উদার চরিত্র প্রকৃতির উদারতায়

পেলেন নিজের মুক্তি খুঁজে। এ এক শান্ত সরল জীবনধারা, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এখানেও দেখা দেয় বিক্ষোভ, অস্থির হয়ে ওঠেন প্রস্পারো। এখানেও আসে বাধা। তাঁকে ক্রোধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাই প্রস্পারো নির্জন দ্বীপের অতিমানুষ হয়েও সংসারের অতি মানুষ নন! আমাদের সঙ্গে তার মিল আছে।

আর কন্যাটি তাঁরই। নাম মিরান্দা। সে যেন মানবী নয়, মধুরতার প্রতীক। লোক ললামভূতা প্রকৃতির শিশু সে, কিন্তু তবুও নারী সে। জানে—নারীত্ব কি? আর তাই সে প্রকৃতির শিশু হয়েও নর-নারীর মিলনের রহস্যটুকু জানে। সে এই নির্জন ইন্দ্রজালে ঘেরা দ্বীপে একমাত্র মানবী। সৌন্দর্যে সে অলোক-সামান্যা কিন্তু হৃদয় তার সামান্যা নারীর মতোই আবেগময়।

পরিচয় তো পেলাম। এবার দেখি—ওঁরা কি করছেন? ঝড়ের তাণ্ডব দেখে মিরান্দা ভীত। সে তার বাবাকে বললে, বাবা, যদি তোমার জাদুতে এমন হয়ে থাকে, তাহলে সংবরণ কর এই যাদুশক্তি। ঐ অশান্ত তরঙ্গকে শান্ত কর। আকাশ তো যেন ফুটন্ত আলকাতরা ঢেলে দেবে, শুধু পারছেনা ঐ আকাশ-ছোঁয়া তরঙ্গমালার জন্য। সে তো বিদ্যুৎদীর্ণ আকাশের আগুন নিবিয়ে দিয়েছে বারে বারে। ঐ যে যারা বিপন্ন, ওদের বিপদ যেন আমারও বিপদ। হয় তো ওখানে আছেন মহৎ কোন মানুষ, কিন্তু তিনি বাঁচবেন না—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবেন। ওদের আর্তধ্বনিতে আমার বুক তো ভেঙে যায়। হায়, হায়, ওরা তো মরল! আমি যদি শক্তিমান কোনো দেবতা হতাম, আমি সমুদ্রকে নিক্ষেপ করতাম পৃথিবীর অতল গহ্বরে, সাগর তো মানুষকে ডোবাতে পারত না।

প্রস্পারো মৃদু হেসে বললেন, শান্ত হও কন্যা! আর ভয় নেই। তোমার ঐ করুণার্দ্র হৃদয় জানুক—ক্ষতি তো কারো হয়নি।

মিরান্দা ভাবলে, এই ধ্বংসে পিতা নিশ্চিন্ত। তাই বললে, হায়! একি দিন!

ভয় নেই, কোন ক্ষতি হয় নি, পিতা কন্যাকে আশ্বস্ত করলেন। আমি যা করেছি, তোমারই জন্য করেছি। তুমি তো জাননা তুমি কে? আমি কে? শুধু জান, আমি প্রস্পারো, হতভাগ্য প্রস্পারো, তোমার পিতার অন্য মহিমা নেই।

আমি তো আর কিছু জানতে চাইনি বাবা।

কিন্তু সময় এসেছে, তোমাকে জানতে হবে। আমার এই আঙরাখাটা খুলে নাও। আঙরাখাটা মাটিতে রেখে বললেন,—যাদু, ইন্দ্রজাল, এখন তুমি থাক ওখানে। বাছা মুছে ফেল চোখের জল, এইটুকু শুধু জেনে আশ্বস্ত হও, ঐ যে সর্বনাশ—যা তোমার করুণার উদয় করেছে, ওতো আমার ইন্দ্রজালে আমি সৃষ্টি করেছি। একটি যাত্রীও প্রাণ হারাবে না, একটি কেশও তাদের বিশৃঙ্খল হবে না। ঐ যে আর্তনাদ শুনলে, তরী ডুবতে দেখলে—ওতে কারো ক্ষতি হবে না। শান্ত হয়ে বস কন্যা, তোমাকে অনেক কথা জানতে হবে।

মিরান্দা বললে, বাবা, তুমি তো আমাকে কতবার বলতে চেয়েছ আমি কে? কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেছ—আমার কৌতুহল দিয়েছ বাড়িয়ে! শুধু বলেছ—না, না, এখনো সময় হয়নি।

অপেক্ষা কর, প্রস্পারো বললেন, এবার এসেছে সেই সময়। এই মুহূর্ত্তে তোমাকে কান পেতে শুনতে হবে আমার কথা। মন দিয়ে শোন। এই অন্ধকূপে আসার আগের কথা কি কিছু তোমার মনে পড়ে না? মনে হয়, তোমার কিছুই মনে নেই। তুমি তো তখন তিন বছরের মেয়ে।

মিরান্দা বললে, আমার কিছু কিছু মনে আছে বইকি!

প্রস্পারো বলে উঠলেন, মনে আছে? মনে আছে কি কোন গৃহের কথা, কোন মানুষের কথা! নয় তো কোন ছবি? তোমার স্মৃতি কি তাকে ধরে রেখেছে?

মিরান্দা একটু ভেবে বললে, সে তো সুদূরের স্মৃতি। সে যেন স্বপ্ন? নিশ্চিত কিছু তো নয়। আমার স্মৃতি তো তাকে নিঃসন্দেহে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। বাবা, আমার কি পাঁচ ছয় জন দাসী ছিল না, যারা আমার সেবা করত?

মিরান্দা, আরো বেশি, প্রস্পারো বলে উঠলেন, আরো বেশি ছিল। কিন্তু কি করে একথা তোমার মনে রইল? সময়ের ঐ অন্ধ গহ্বরে আর কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে আসবার আগে কোথায় ছিলে, এখানে কি করে এলে তা কি মনে আছে?

মিরান্দা বললে, না, কিছু মনে নেই।

প্রস্পারো আবার কাহিনীর সূত্র তুলে নিলেন। বলতে লাগলেন, বারো বছর আগে, ঠিক বারো বছর আগে। মিরান্দা, তোর বাপ ছিলেন তখন মিলানের সামন্তরাজ—মহাপরাক্রান্ত ডিউক ছিলেন তিনি।

তুমি কি আমার বাবা নও? অবাক হয়ে বলে উঠল মিরান্দা।

প্রস্পারো সে দিকে কর্ণপাত না করে বলতে লাগলেন, তোর মা ছিলেন পতিব্রতা-পত্নীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, আর তুই ছিলি তাঁর আদরিণী কন্যা। হাঁ, তোর বাবা ছিলেন মিলানের সামন্তরাজ। আর তুই ছিলি তাঁর উত্তরাধিকারিণী রাজকন্যা।

মিরান্দা বলে উঠল, হায়! কোন্ কুচক্রীর চক্রে আমরা সেখান থেকে চলে এলাম? না, মিলান থেকে এই দ্বীপে আগমন আমাদের আশীর্বাদ বাবা।

তুই-ই। চক্রীর চক্রে আমরা নির্বাসিত হলাম, আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা এলাম এই বিজন দ্বীপে। চক্রীর চক্র আমাদের উৎখাত করলে, আর ভাগ্য আমাদের এখানে এনে ফেললে।

মিরান্দা এই কথা শুনে বললে, আমার জন্যে তোমাকে অনেক সইতে হয়েছিল বাবা, তাইত আমার দুঃখ। বল, বল বাবা, গল্প বল!

প্রস্পারো বলতে লাগলেন, আমার ভাই, তোর কাকা আন্তনিয়ো—ভাই যে অমন কৃতঘ্ন হতে পারে কে জানত! তোর পরেই তাকে ভালবাসতাম, তাকে দিয়েছিলাম রাজ্য শাসনের ভার। আমার রাজ্যই ছিল ইতালীতে তখন প্রধান, আমি প্রস্পারো ছিলাম সামন্তরাজবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমার তুল্য সম্মান, সংস্কৃতি আর কারো তো ছিল না। সরকারের রাশ সঁপে দিয়েছিলাম ভাইয়ের হাতে, নিজে ছিলাম আমার নিজের পড়াশুনো নিয়ে—অন্য কাজে অবহেলা করেছিলাম—করতাম, বিশেষ করে রাজকার্যে। আর তোমার ঐ পিতৃব্য—শুনছিস্ তো মা—

মিরান্দা মন দিয়ে শুনছে। প্রস্পারো আবার বলতে লাগলেন, শাসনের অন্ধিসন্ধি শিখে নিয়ে কাকে কি মঞ্জুর, না-মঞ্জুর করতে হবে, কাকে উচ্চপদে বসাতে হবে, কাকে দাবিয়ে রাখতে হবে, সব শিখে নিলে। সে এক নতুন আমলাতন্ত্র রচনা করলে, আমার যারা শুভাকাঙ্খী ছিলেন, তাঁদেরও কাউকে কাউকে সে দলে টেনে নিলে, আবার কাউকে বা বরখাস্ত করলে। নতুন আমলায় পূর্ণ হল তাঁদের স্থান। এমনি করে প্রভুত্ব স্থাপন করে সে আমলাতন্ত্রকে নিজের খেয়ালখুশীতে নাচাতে লাগল, সে হল আইভিলতা—আমার রাজকীয় এক বৃক্ষকে সে ঢেকে দিলে, তার প্রাণশক্তি চুষে-শুষে নিলে। তুই বোধহয় শুনছিস্ না মা।

শুনছি বাবা। মিরান্দা উত্তর দিলে।

সংসারের প্রতি অবহেলা দেখালাম। মনের বিকাশের জন্য নিভৃত সাধনায় কাটতে লাগল দিন—আর যশ আর প্রশংসার চেয়ে তাইতো কাম্য বলে মনে হল। আমার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতার জেগে উঠল পাপবোধ, আমার অগাধ বিশ্বাস তার ভিতরে জাগিয়ে তুলল কুৎসিত বিশ্বাসঘাতকতা। এ যেন সৎপিতার হল অসৎ সন্তান। কিন্তু হায়! আমার বিশ্বাস তো ছিল অগাধ, অসীম। আমি তো তাকে বিশ্বাস করতাম। সে শুধু আমার রাজ্যের

উপরেই হস্তক্ষেপ করলে না, আমার রাজক্ষমতা ও অপহরণ করে নিলে। আপন মনে একটা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মানুষ তার স্মৃতিকে এমন করে তোলে যে মিথ্যাটাও সত্য বলে মনে হয়। আমার ভ্রাতাও তেমনি নিজেকে এমনি রাজা বলে মনে করতে করতে শেষে নিজেই বিশ্বাস করল—সেই প্রকৃত রাজক্ষমতার অধিকারী। বাহ্য ব্যবহারে তার আকাঙ্খা বেড়ে উঠল। শুনছিস্ তো মা।

মিরান্দা উত্তর দিলে, শুনছি বাবা. তোমার এ কাহিনী তো যে বধির তাকেও মনোযোগী করে তোলে। রাজক্ষমতার ব্যবহার এক কথা, আর প্রকৃত রাজক্ষমতা আর এক কথা। এবার সে প্রকৃত ক্ষমতা পাবার দাবী জানালো। সে চাইল সত্যকার মিলানের অধিশ্বর হতে। আমি তখন গ্রন্থাগার রাজ্যের রাজা, সেই তো আমার রাজ্য, ও আমাকে পার্থিব এই রাজ্যের অযোগ্য ভাবলে। সে নাপলির রাজার বশ্যতা স্বীকার করে, তাঁকে কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিলে।

হায় ঈশ্বর! মিরান্দা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

ভেবে দেখ্ মা, কি হীনতা! বল্ তো মা, এমন মানুষ কি ভ্রাতা নামের যোগ্য?

মিরান্দা উত্তেজিত; সে বললে, আমার পিতামহীর সম্বন্ধে হীন কথা ভাবতে পারিনে, কিন্তু কি করে তাঁর গর্ভে এমন সন্তানের জন্ম হল!

মিরান্দা নিজেই অবাক হল নিজের কথায়। সে তো নিষ্পাপ প্রকৃতির শিশু। নারী-সংসর্গহীন হয়ে মানুষ হয়েছে বৃদ্ধ পিতার কাছে। তবে কি করে সে জানল একথা? কিন্তু সে যে চিরন্তন নারী! তাই নারীত্বের এরহস্য তার কাছে এসেছে প্রকৃতির উপহার হিসাবে। তাছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে সে হয়তো দেখেছে সন্তানের জন্ম। তাই তার মনে চিরন্তন নারী রহস্যের দোলা জেগেছে।

প্রস্পারো আবার বলতে লাগলেন,

নাপলির রাজা আমার চির শত্রু। ভ্রাতার প্রস্তাবে সে রাজী হল, আমাকে সে মিলানের সিংহাসন থেকে সরিয়ে বসাবে তাকে। সর্ত হয়ে গেল। আর তারই ফলে এক নিশীথ রাত্রে আন্তনিয়ো মিলান নগরীর তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দিল এক বিশ্বাসঘাতক সেনাদলের কাছে। সেই মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ রাতে তোকে আর আমাকে তারা মিলান থেকে নির্বাসিত করলে। তুই তখন কাঁদছিলি মা।

মিরান্দা কেঁদে উঠল, কত কেঁদেছিলাম কে জানে! আজও তো শুনে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

আর একটু শোন্—তারপর বলব আজকের ঘটনা। তার সঙ্গে এ কাহিনী জড়িত।

আমাদের ওরা হত্যা করলে না কেন বাবা? মিরান্দা শুধালে।

প্রস্পারো উত্তর দিলো, ঠিক বলেছিস মা! আমার এ কাহিনী শুনলে এ প্রশ্ন তো মনে জাগবেই। তাদের সে সাহস ছিল না। জনগণ আমাকে ভালবাসত। ওরা রক্তপাত করতে তাই সাহস পায়নি। তাই গোপনে নৌকায় ওরা আমাদের ভাসিয়ে দিলে অশান্ত সমুদ্রে। সে নৌকায় রইল না মাস্তুল আর পাল—সেই নৌকা ছেড়ে তখন ইঁদুর গুলোও পালিয়ে গেছে। আমরা সেই গর্জমান সমুদ্রের কাছে জানালাম আমাদের অভিযোগ, কাঁদলাম।—সে তো তখন আমাদের প্রতি দয়ালু হয়ে কাঁদছিল, বায়ু চিৎকার করে উঠছিল, সেও আমাদের প্রতি করুণায়। এক অসহায় বৃদ্ধ আর এক শিশুর প্রতি তাদের করুণা হল।

মিরান্দা বললে, বাবা আমি বোধহয় তোমাকে অস্থির করে তুলেছিলাম।

না, না, তুই ছিলি দেবদূত, আমার সাহস। তুই হাসছিলি আর স্বর্গ থেকে পাওয়া সেই হাসি দেখে আমার মনকে আমি দৃঢ় করছিলাম। আমি তো তখন ভেঙে পড়েছি, আমার চোখের জল

সাগরের লবণাক্ত জলে মিশিয়ে দিচ্ছি, কাঁদছি দুঃখে। তোর হাসি দিয়ে তুই তো আমাকে সাহস জোগাচ্ছিলি মা।

কি করে আমাদের ঐ ভাঙ্গা তরী পারে এসে ভিড়ল?

সে তো ঈশ্বরের দয়া? নাপলির এক সৎ মানুষ, গঞ্জালো তাঁর নাম। তিনিও ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের একজন চক্রী। তাঁর ওপরে আমাদের ভাসিয়ে দেবার ভার পড়েছিল। তিনি দয়া করে আমাদের দিলেন মূল্যবান পরিচ্ছদ আর নানা জিনিস, আমার গ্রন্থাগার থেকে খুঁজে আমার রাজ্যের চেয়েও মূল্যবান পুঁথি এনে দেওয়া হল। আমি পুঁথি ভালবাসি বলেই তিনি এই দয়া করলেন।

আহা, যদি সে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোত!

প্রস্পারো বসেছিলেন, এবার উঠে নিজের আঙরাখাটি পরে নিয়ে বললেন, আমাকে যেতে হবে।

মিরান্দা উঠতে যাচ্ছিল, তিনি তাকে বললেন, না, তুই বোস্ মা। তারপরে শোন্; এই দ্বীপে এসে ভিড়ল নৌকা। এখানে তোকে লালন পালন করলাম। আমি হলাম তোর শিক্ষক। তুই যে শিক্ষা পেয়েছিস মা, রাজকুমারীরা তো এ শিক্ষা পায়না!

তুমি শিখিয়েছিলে বলেই তো শিখেছি। কিন্তু বাবা, বল, কেন এই ঝড় তুললে!

প্রস্পারো বললেন, শুধু এইটুকু আজ বলব মা, ভাগ্য এখন আমার বন্ধু। শত্রু নয়! সে আমার শত্রুদের এখানে টেনে এনেছে। আজ আমিও জেনেছি, আমার ভাগ্য....সৌভাগ্য এখন তুঙ্গী। এখন যদি এ সুযোগ না নেই, তাহলে দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী করেই চিরকাল আমাকে বাস করতে হবে। আর কোন প্রশ্ন নয় মা! তোর ঘুম পাচ্ছে, তুই ঘুমো। জানি ঘুম তোর পাবেই।

প্রস্পারো যাদু প্রভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন মেয়েকে। তারপর ডাকলেন ভৃত্যকে। এ যে-সে ভৃত্য নয়—এক অশরিরী আত্মা। নাম তার এরিয়েল।

এরিয়েল এসে সম্ভাষণ জানাল প্রস্পারোকে। সে প্রস্পারোর আদেশে সাগর সাঁতরে যেতে পারে, আগুনে ঝাঁপ দিতে, মেঘের উপরে চড়ে বেড়াতে পারে, সে পারে যা কিছু করতে।

প্রস্পারো বললেন, ঝড়ের সম্পর্কে যে আদেশ দিয়েছিলাম, তা পালন করেছ এরিয়েল?

এরিয়েল জানালেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমি রাজার জাহাজে ঢুকে পড়লাম। জাহাজের মাস্তুলে, মাঝখানে, ডেকে বিদ্যুৎ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সবাই ভয় পেয়ে গেল। কখনো বা আগুন হয়ে জ্বলে উঠি, এক শিখা থেকে আর এক শিখা হয়ে চারিদিকে জ্বলতে থাকে! কখনো বা দেখা যায় আগুন জ্বলছে মাস্তুলে। জেহোভার বিদ্যুৎ তো আমার মত এমন তড়িৎগতি নয়! বজ্র আর বিদ্যুতে আমি তোলপাড় করে তুললাম তরী। তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল। তাই জলের দেবতারা তাঁদের অমোঘ দণ্ড তুললেন।

বাঃ! বেশ, বীর তুমি! প্রস্পারো বললেন। আচ্ছা ওদের মধ্যে, কি এমন কেউ ছিলেন যিনি অস্থির হয়নি?

অস্থির হয়নি এমন কেউ ছিল না। আগুন জ্বালিয়ে দিলাম জাহাজে, চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, রাজার ছেলে ফার্দিনান্দ সাগরে ঝাপিয়ে পড়লেন।

সাবাস এরিয়েল! সাবাস! কিন্তু তীরের কাছে সব ঘটেছে তো?—একেবারে তীরের কাছে প্রভু।

ওরা নিরাপদ তো?

একেবারে নিরাপদ, একটি চুলও এদিক ওদিক হয়নি। পোশাকে পরেনি একটি দাগ, বরং আরো নতুন দেখাচ্ছে। আমি আপনারই হুকুমে ওদের দ্বীপের এখানে ওখানে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। রাজকুমার একা আছেন। উনি এখন বসে বসে দুঃখ করছেন।

জাহাজখানার কি ক্ষতি করলে বল? আর রাজা আর তার সঙ্গীদেরই বা কি দশা হল?

জাহাজ এখন বন্দরে ঐ যে যেখানে আমাকে নিশীথ রাতে বারমুডা থেকে শিশির আনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সেইখানেই আছে। লস্করেরা এখন যাদুর ছোঁয়ায় আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে গেছে! আর বাকি সব জাহাজ তাড়িয়ে দিয়েছি ভূমধ্যসাগরে। তাঁরা এখন লবেজান হয়ে নাপলির পথে ছুটে চলেছে, রাজার জাহাজের আশা ছেড়ে দিয়েই চলেছে।

প্রস্প্যারো বললেন, ঠিক কাজ করেছ এরিয়েল, আমি খুসী কিন্তু এখনো ঢের কাজ বাকি! এখন সময় কত!

দুপুর গড়িয়ে গেছে।

প্রস্পারো বললেন, হাঁ, দুটো তো হবেই। ছ'টা পর্যন্ত তোমার আর আমার অনেক কাজ। এক মিনিট নষ্ট করবার উপায় নেই।

এরিয়েল খুশী হল না, সে বললে, আরো মেহনত করতে হবে? আপনি কি বলেছিলেন মনে আছে?

প্রস্পারো বলে উঠলেন, আবার গোমরা মুখ! কি চেয়েছিলে বল?

আমার মুক্তি, আমার স্বাধীনতা।

সময়ের আগেই মুক্তি চাই খেয়ালী। প্রস্প্যারো গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—না, না, আর যেন একথা না শুনি!

এরিয়েল অশরিরী হলেও দাস, সে নত হয়ে বললে, আমি আপনার কাজ করেছি, আপনার কাজে গাফিলতি কখনও করিনি। আপনি আমায় দাসত্বের এক বছর মাপ করবেন বলেছেন।

কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ, কি দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়েছি?

—না প্রভু।

না, না, তুই ভুলে গেছিস্! তুই ভাবিস্, আমি তোকে বেশী খাটাই। তুই সাগরের তলায় কাদায়, কি উত্তরের তুষারময় বাতাসে কাজ করিস আর ভাবিস, এই তোর মস্ত বড় কাজ!

—না, প্রভু, তা' ত ভাবিনে।

—মিথ্যা কথা! ওরে অকৃতজ্ঞ—তুই কি ডাকিনী সীকোরাক্সের কথা ভুলে গেছিস?

—না প্রভু!

মনে হয় ভুলে গেছিস, কোথায় তার জন্ম বল্ তো?

আলজিয়ার্সে।

তাই নাকি? যা ভুলে গেছিস, তা আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হয় প্রতি মাসে। এই সীকোরাক্স ছিল মূর্ত্তিমতি পাপ। সে তার যাদুবিদ্যার জন্য আলজিয়ার্স থেকে নির্বাসিত হয়, এখানে তাকে ব'শ করে তার পাপকার্যের সহায় করে নিতে চায়। তুই তা চাসনি বলে, সে দুখানা দেবদারু গাছের টুকরোর মধ্যে তোকে বন্দী ক'রে রাখে। আর ঐ বন্দীদশায় কেটে যায় বহু বছর। এর মধ্যে ডাইনী মারা যায়। তখন এ দ্বীপে ঐ ডাইনীর ছেলে একটা পশু ছাড়া আর কেউ তো ছিল না।

—হ্যা, ক্যালিবানই তখন একমাত্র মানুষ।

হ্যাঁ, আমার দাস ক্যালিবান, সেই ডাইনীরই ছেলে। বন্দীশালায় কী অবস্থায় তোকে পেয়েছিলাম মনে আছে? তোর দুঃখে তখন বনের পশু কাঁদত—নেকড়ে বাঘ সমবেদনায় চিৎকার করত, বন্য ভল্লুক যারা ক্ষুধা আর ক্রোধে চীৎকার করে তারাও জানাতো সমবেদনা। এযেন অনন্ত নরকের দণ্ড। অমি যখন এলাম, তোর ঐ চীৎকার শুনে আমার ইন্দ্রজালের শক্তিতে তোকে আমি মুক্তি দিয়েছিলাম।

—প্রভু, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

যদি আবার অসন্তোষের গুঞ্জন ওঠে, আমি ওক গাছ চিড়ে তারই ভিতরে তোকে বন্দী করে রেখে দেব। তারপর বারো বছর আবার কাটবে বন্দীদশায়!

—প্রভু, ক্ষমা করুন! আপনার হুকুম মতোই আমি চলব।

বেশ, বেশ, ভাল হয়ে থাক, দুদিনের মধ্যেই তোমাকে দেব মুক্তি।

আমার দয়ালু প্রভু, মহান প্রভু, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এরিয়েল। বলুন, আমাকে কি করতে হবে? বলুন।

যাও, জলদেবীর রূপ ধারণ কর। তোমাকে যেন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে না পায়। যাও, ঐ রূপে এস আমার কাছে। যাও।

এরিয়েল চলে গেল, প্রস্পারো যাদুনিদ্রা থেকে এবার জাগিয়ে তুললেন মিরান্দাকে। ওঠ, ওঠ মা। বহুক্ষণ ঘুমিয়েছ।

বাবা, তোমার অদ্ভুত কাহিনী শুনে আমার ঘুম পেয়েছিল।

ঘুম চলে যাক্। আমার সঙ্গে চল। ক্যালিবানের কাছে যাব।

সে তো মহা দুষ্ট। আমি ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও চাইনে।

কিন্তু ওকে আমাদের প্রয়োজন মা। ও কাঠ কেটে আনে আর নানা কাজ করে, তাতে আমাদের উপকারই হয়। প্রস্পারো এবার চীৎকার করে ডাকলেন।

উত্তর দে। ওরে দাস। ওরে ক্যালিবান। ওরে মাটির পিণ্ড।

ক্যালিবান নেপথ্য থেকে জানালে, গাল পাড়ছ কেন? ঢের কাঠ আছে।

এদিকে আয়। কাজ আছে। কচ্ছপের মতো গুটিগুটি তো চলিস, জোরে পা চালিয়ে আয়।—আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব?

আদিবাসী তাঁর দাস, তার প্রতি মনোভাবে প্রস্পারো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরই পরিচয় দিলেন।

এরিয়েল জলদেবীর রূপে এবার এসে প্রবেশ করল। সুন্দরী জলকন্যা। অপরূপা।

তিনি এরিয়েলের কানে কানে কি বললেন, এরিয়েল চলে গেল। আবার ক্যালিবানকে ডাকতে লাগলেন প্রস্পারো।

ক্যালিবান এবার এসে ঢুকল। বিকৃত রূপ, বিকৃত ভঙ্গী—

অন্তত ঔপনিবেশিকের চোখে তো বটেই। তারা কখন সুন্দর দেখে আদিবাসীকে—কোন গুণ খুঁজে পায়!

কিন্তু দাস হলেও ক্যালিবান এরিয়েলের মতো নিজের সত্তা বিকিয়ে দেয় নি। সে দাস, কিন্তু স্বাধীন তার মন। তাই প্রস্পা-রোকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, আর সেকথা সুমুখে জানাতে ভয় পায় না।

সে এসেই বললে, আমার মা দাঁড়কাকের পালক দিয়ে কুড়োত শিশিরের বিষ, সেই শিশির তোমাদের গায়ে পড়ুক, আর দক্ষিণ-পশ্চিমের বাতাস ফোঁস্‌কা পড়িয়ে দিক।

প্রস্পারো অমনি বলে উঠলেন, এর জন্যে রাতে তোকে আজ গেঁটে বাতে ধরবে, আর এফোঁড় ওফোঁড় করবে ব্যাথায়। যত দানা সজারু সেজে কাঁটা ফোটাবে তোর গায়। একেবারে ফুঁড়ে ফুঁড়ে মৌচাক বানিয়ে দেবে।

ক্যালিবান বললে, তা বলে আমি বুঝি খাবনা। খাবার সময় হাকডাক পাড়লে কেন? এ দ্বীপ তো আমার, আমার মা সিকোরাক্স আমাকে দিয়ে গেছে—আর তুমি তা জবর-দখল করে নিয়েছ। যখন পয়লা এলে, তখন তো সোহাগ করতে, কত আদর দিতে আর আকাশের ঐ বড় আলোটা কি তার নাম বলে দিতে। তখন ভাল লাগত। এই বনের যা কিছু ধন-দৌলত সব দেখিয়ে দিলাম। আর এখন তুমি রাজা, আমি তোমার একমাত্র প্রজা। শুয়োরের মতো আমাকে গুহার খোয়াড়ে বন্দী করে রেখেছ—আর সারা দ্বীপ ভোগ করছ।

দাসের এ জ্বালা ক্যালিবানের কথায় মূর্ত হয়ে উঠল, বুঝিবা একটু অপ্রতিভ হলেন প্রস্পারো। তাই সত্য ঢাকবার জন্য বললেন,

তুই হীন, মিথ্যাবাদী দাস, তোকে দয়া দেখিয়ে কাজ হয় না, তোকে কাজ করাতে হলে চাই কশাঘাত। আমি তো তোকে মানুষ করতে চেয়ে ছিলাম। আমি নিজের গুহায় রেখেছিলাম তোকে, কিন্তু তুই আমার কন্যার সম্ভ্রম নষ্ট করতে চাইলি।

ক্যালিবান অশ্লীল আনন্দে মাতোয়ারা, সে বললে, করলে বেশ হোত, চমৎকার হোত! আমাকে বারণ করলে, নয় তো দ্বীপে ছোট-বড়ো ক্যালিবানদের হাট বসিয়ে দিতাম।

প্রস্পারো ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, বটে, হীন দাস, বটে! আমি তোর মুখে দিয়েছি ভাষা—কত কিছু শিখিয়েছি, কিন্তু এমনি নীচ তুই, ঘৃণ্য স্বভাব গেলনা। তাইতো এই গুহায় তোর বাস।

ক্যালিবান বললে, ভাষা শিখিয়েছ আর তারই সুবাদে তোমাকে এখন কষে গাল পাড়তে পারি। ভাষা শিখিয়েছ বলে মহামারি হোক তোমার।

কি—কি বললি! যা এখুনি কাঠ নিয়ে আয়। রাতে আরো কষে গেঁটে বাত ধরবে, আর আসবে কত জ্বর।

ক্যালিবান এবার একেবারে লুটিয়ে পড়ল পায়ে। শাস্তির ভয়ে সে ভীত। সে বললে, ওগো কত্তা, দোহাই তোমার, ও-কাজটি করো না।

আপন মনে বললে, বেটা জাদু জানে, ওর হুকুম তামিল করতে হবে! আমার মার থেকেও ও সেরা যাদুকর। আমার মার দেবতা সেটেবস্‌কে ও তাঁবেদার করে রাখতে পারে।

প্রস্পারো এবার তাকে চলে যেতে আদেশ করলেন, ক্যালিবান চলে গেল।

এমন সময় অদৃশ্য হয়ে ঢুকল এরিয়েল, তার গান শোনা যাচ্ছে। রাজকুমার ফার্দিনান্দ সেই গানের সুর অনুসরণ করে এলেন।

এরিয়েল গাইল।

জলদেবীর গান। জল-কন্যারা এসে হাত ধরাধরি করে নাচে আর সাগরকে চুমু খায়। তরঙ্গ যেন তাদের চুম্বনে শান্ত হয়ে যায়।

গান চলছে—

এস, এস, এই হলুদ বালু বেলায় এস, হাত ধর।

পরস্পরকে কর সম্ভাষণ, তরঙ্গকে শান্ত করে দাও চুম্বনে।

আমার সঙ্গীতের তালে তাল দাও।

শোন, শোন, !

ফার্দিনান্দ শুনছেন গান, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। এ গান কি বায়ুর, না মাটির ? গান শেষ হল। তাঁর মনে হল দেবতা গাইছেন গান। তিনি যখন তীরে বসে কাঁদছিলেন, তখন এই গান তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল, তরঙ্গ শান্ত হয়ে গেল সঙ্গীত শুনে। আর তাঁর নিজেরও শোকের আবেগ দূর হল।

তাই তো তিনি ঐ স্বরের পেছনে পেছনে এসেছেন এখানে। কিন্তু আর তো নেই। স্তব্ধ হয়ে গেছে গান, সুর মিলিয়ে গেছে। মুহূর্ত্ত পরেই আবার গান শুরু হল। এ গান তাঁকে লক্ষ্য করেই!

দুঃখ কি বন্ধু ?

সাগরের অতল শয্যায় নিদ্রায় বিভোর তোমার পিতা।

তার অস্থি তো এখন প্রবাল হয়ে গেছে।

ঐ যে মুক্তা টলটল করছে, ঐ তো তাঁর দুটি চোখ।

তাঁর তো কিছুই হারায়নি। শুধু একটু অদল-বদল হল।

এ সাগরের অদল-বদল।

শুধু আরো সুন্দর হল তাঁর অস্থি, আরো অপূর্ব হয়ে উঠল।

আবার জলকন্যারা গান গাইতে লাগল তাঁর স্মৃতি-জাগানো গান।

ফার্দিনান্দ বলে উঠলেন, ওরা আমারই জলমগ্ন পিতার গান গাইছে! এ তো মানুষের কণ্ঠের সঙ্গীত নয়, পৃথিবীর গান নয়! আমার মাথার উপরে ঘুরছে সুর।

প্রস্পারো কানে কানে এই আদেশই দিয়েছিলেন য়্যারিয়েলকে। য়্যারিয়েল সে-আদেশ পালন করেছে। এবার কন্যাকে উদ্দেশ্য করে প্রস্পারো বললেন, কন্যা, তাকাও চোখ তুলে—তাকাও, দেখ!

মিরান্দা চোখ তুলে তাকালো। ফার্দিনান্দের চোখে চোখে মিলন হল। কিন্তু সরমের রক্তরাগ তো দেখা দিল না! সে তো দেখেনি আর কখনো কুমার কিশোরকে। তবু বাহু বুঝি বা

স্পন্দিত হল, বুঝি বা বাম চক্ষুও। আর রক্ত বুঝি ধমনীতে ছলাৎ করে উঠল, বুকে বুঝি বা স্পন্দন। এ চিরন্তন নর-নারীর স্পন্দন, এ আদিম টান। নির্জনে পালিতা বনবালাও এটানে উদ্বেল হয়ে উঠে। তারও দেহে জাগে পুলক, রোম-কূপে কূপে রোমাঞ্চ, মিরান্দারও তাই হ'ল।

সে বলে উঠল, এ তো মানুষ নয়, এ এক দিব্য দেহধারী আত্মা। দেখ, দেখ, কেমন তাকাচ্ছেন চারিদিকে, কিন্তু বাবা, কি সুন্দর! কিন্তু এ তো মানুষ হতে পারে না!

প্রস্পারো বললেন, এ মানুষ, আমাদের মত খায়, ঘুমোয়। আমাদের মতো আছে তার ইন্দ্রিয়। জাহাজ-ডুবি হয়েছিল এই তরুণটি। এখন সে দুঃখে অভিভূত তাই তার সৌন্দর্য দুঃখে ম্লান হয়ে গেছে।

ওঁকে দেখে আমার দেবতা বলে মনে হয়, আমি এমন সম্ভ্রান্ত রূপ দেখিনি মিরান্দা! অভিভূতা মিরান্দা সৌন্দর্যের স্তব করলে।

প্রস্পারো আপন মনে বললেন, আমার পরিকল্পনা মতো কাজ হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম ফার্দিনান্দ আর মিরান্দা পরস্পরকে ভাল বাসুক, এবার তাই ঘটল। এরিয়েল, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। আর মাত্র দুদিন পরেই মুক্তি পাবে।

ফার্দিনান্দ মিরান্দার প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েছেন। তিনি ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই সেই দেবী, যাঁর আদেশে গান করছে অদৃশ্য গায়িকারা, আমাকে তো সেই সুরই এখানে টেনে নিয়ে এল।

ফার্দিনান্দ এবার এগিয়ে এসে বললেন, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন দেবী, বলুন, আপনি কি এই দ্বীপের অধিবাসিনী? আমি এখানে কি করব, কি ভাবে থাকব তাও তো আপনিই আমায় বলে দেবেন। আর আমার সবচেয়ে সেরা প্রশ্ন, দেবী, আপনি অবিবাহিতা না বিবাহিতা? আপনি তো প্রশংসাধ্যন্যা, আপনি তো অপূর্বা।

—'মিরান্দা' শব্দটির অর্থও অপূর্ব। না জেনে রাজকুমার মিরান্দার নাম উচ্চারণ করলেন।

মিরান্দা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। ও দেখছে অপূর্ব কুমারকে। সে এবার বীণানন্দিত স্বরে উত্তর দিলে, আমি তো অপূর্ব নই, আমি সামান্যা কুমারী, আমি সাধারণী।

ফার্দিনান্দ এই প্রথম শুনলেন স্বর, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল। তিনি অবাক, বিস্মিত, পুলকিত। শুধু বললেন,

—দেবী, তুমি আমার ভাষায় কথা বলছ। এই মুহূর্তে নাপলিতে যদি ঐ ভাষায় কথা বলতাম, আমি হতাম সবচেয়ে সেরা মানুষ।

রাজকুমারের মনে ধারণা, পিতা তাঁর জলমগ্ন, তাই ওকথা বললেন। তিনি ছিলেন নাপলির যুবরাজ, দ্বিতীয় নাগরিক। এখন তিনি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ।

প্রস্পারো শুনে বললেন, সেরা মানুষ কি করে বললে? নাপলির রাজা শুনলে কি বলবেন?

ফার্দিনান্দ উত্তর দিলেন, কি করে নাপলীর রাজাকে জানলেন আপনি? আমিই এখন নাপলির রাজা, আমি ভূতপূর্ব রাজার সন্তান, আমার পিতা জীবিত নেই, আমি নিজের চোখে দেখেছি তিনি জলমগ্ন হয়েছেন।

মিরান্দার কুমারী হৃদয়ে সমবেদনার বান ডেকে গেল, আহা!

ফার্দিনান্দ বললেন, তিনি আর মিলানের সামন্তরাজ আর তাঁর পুত্রও অতলে চলে গেছেন।

প্রস্পারো আপন মনে বললেন, আসল সামন্তরাজ আর তাঁর অসামান্যা কন্যা তোমার একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেন কুমার। অবশ্য সময় মতোই তাঁরা তা করবেন। তার পর দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। প্রেম ঝরে পড়ছে দৃষ্টিতে। য়্যারিয়েলকে

ডেকে বললেন, য়্যারিয়েল, তোর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তারপর প্রকাশ্যে ফার্দিনান্দকে বললেন,

মশাই, একটা কথা আছে। আপনি নিজেকে নাপলীর রাজা বলে পরিচয় দিয়ে একটু বা বাড়াবাড়িই করেছেন।

মিরান্দা বিস্ময়ে অবাক হয়ে বললে, বাবা ওর সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করছেন কেন? এই তো তৃতীয় মানুষ দেখলাম। আর প্রথম পুরুষ এল আমার জীবনে, যার জন্যে আমার প্রেমের দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। আহা, বাবা কেন আমার মতো ওকে করুণা করবেন না!

ফার্দিনান্দ প্রস্পারোর কথায় কর্ণপাত করলেন না, তিনি এখন প্রেমে পাগল,

তিনি বললেন, যদি তুমি কুমারী হও, আর যদি কাউকে ভালবাসা না বিলিয়ে থাক, তাহলে আমি তোমাকে নাপলীর রাণী করব।

প্রস্পারো বলে উঠলেন, ধীরে যুবক, ধীরে! অত তাড়াতাড়ি নয়! তোমার সঙ্গে গোপনে কথা আছে।

আপন মনে তিনি ভাবলেন, ওরা পরস্পরের প্রেমে পাগল। কিন্তু এই যে প্রেম, এর পথে আমি বাধা সৃষ্টি করব। আমার ভয়, সহজে ওরা যা পেল, হয়ত তাকে তুচ্ছ করবে।

ফার্দিনান্দকে বললেন, নাপলীর রাজার নাম গ্রহণের অধিকার তোমার নেই যুবক। আমার মনে হয়, আমি এই দ্বীপের রাজা, তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন রাজশক্তির হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ।

না, না, আমি গুপ্তচর নই! ফার্দিনান্দ বলে উঠলেন।

মিরান্দাও বলে উঠল, অমন সুন্দর যার দেহ মন্দির, সেখানে থাকতে পারে না পাপ! বাবা এখানে থাকবে যা কিছু মহান, সুন্দর।

প্রস্পারো কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, আমার সঙ্গে এস! ওর হয়ে অনুরোধ কোরোনা। ও বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর।

ফার্দিনান্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্থির হয়ে দাঁড়াও! আমি তোমাকে শৃংখলিত করব, গলায় আর পায়ে পরিয়ে দেব বেড়ি, সাগরের লবণাক্ত জল হবে তোমার পাণীয়, খাদ্য হবে খোলাসুদ্ধ মাছ, আর গাছের শিকড়। এস! ফার্দিনান্দ তরবারি নিষ্কাসিত করে বললেন, আমি তো সইবনা এ ব্যবহার। আপনি আমার চেয়ে শক্তিশালী কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে!

কিন্তু যাদু প্রভাবে তরবারী নিশ্চল হয়ে রইল হাতে।

মিরান্দা আর্তনাদ করে উঠল, বাবা, বাবা, ওঁকে আর উত্তেজিত কোরানা! উনি ভীরু নন, উনি সম্ভ্রান্ত মানুষ।

প্রস্পারো তখনো ক্রোধের ভান করছেন। তিনি বলে উঠলেন, মিরান্দা, তুমি আমার সন্তান হয়ে আমাকে শেখাতে চাও! না, না, উদ্ধত্যের এইত শেষ সীমা! ওরে ভীরু, উত্তোলন কর তোর তরবারী! ওরে গুপ্তচর কেন আঘাত করতে অক্ষম হয়ে গেলি তুই! বুঝেছি, তোর বিবেক পাপে ভরা। অমন করে আত্মরক্ষার জন্যে তরবারী তুললে আমি এই দণ্ড দিয়ে তোকে নিরস্ত্র করতে পারি, আমার দণ্ডের স্পর্শে তোর ঐ তরবারী খসে পড়বে।

মিরান্দার আর্তকণ্ঠে ধ্বনিত হল, পিতা, পিতা!

সে প্রস্পারোর আঙ্‌রাখা চেপে ধরল।

প্রস্পারো বাধা দিয়ে বললেন, স্তব্ধ হও! আর একটি কথা বললে, আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করব। তুমি কি ঐ ভণ্ড, ঐ প্রতারকের হয়ে ওকালতী করবে? তুমি তো ওকে আর ক্যালিবানকে দেখেছ, তাই তোমার মনে হয়েছে, ওর চেয়ে সুন্দর আর নেই! ওরে মূর্খ বালিকা! পৃথিবীর মানুষের কাছে ওতো ক্যালিবানের মতই কদাকার, তারা ওর তুলনায় দেবতা।

আমার ভালবাসা তাহলে অতি দীন, অতি হীন! আমি তো দেবতার সমান পুরুষের কামনা করিনে! দৃঢ়কণ্ঠে জানাল মিরান্দা।

প্রস্পারো বলে উঠলেন, ফার্দিনান্দকে আদেশ দিলেন, আমার অনুসরণ কর! তোমার স্নায়ু তো শিশুর মতোই দুর্বল।

ফার্দিনান্দ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, স্নায়ু আমার দুর্বল হয়ে গেছে। আমার শক্তি মন্ত্রমুগ্ধ। যেন আমি এখন স্বপ্ন দেখছি, আমার পিতার মৃত্যু, আমার দৈহিক দুর্ব্বলতা, ঐ পুরুষটির ভীতি প্রদর্শন—আমার কাছে তো কিছু নয়—যদি আমি দিনান্তে একবার দেখতে পাই ঐ কুমারীকে। মুক্ত স্বাধীন মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, আর সেই স্বাধীনতার জন্যে আমার তো কামনা নেই, আমার বন্দীশালাই ভাল।

প্রস্পারো বুঝলেন, ফার্দিনান্দের প্রেম গাঢ় হয়ে উঠছে, তীব্রতা বাড়ছে, তাই তিনি বললেন, আমার অনুসরণ কর।

মিরান্দা ফার্দিনান্দের কাছে এসে মৃদু স্বরে বললে,—শান্ত হও। আমার বাবার হৃদয় কোমল, কথায় তার আভাস মেলে না, এমনি ব্যবহার তো তিনি কখনো করেন না।

প্রস্পারো এরিয়েলকে বললেন, তুমি মুক্ত হবে। পর্বতের বায়ুর মতোই মুক্ত হবে তুমি, কিন্তু আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

আমি পালন করব। এরিয়েল জানালে।

প্রস্পারো ফার্দিনান্দকে বললেন, এস আমার সঙ্গে। মিরান্দাকে জানালেন, ওর হয়ে আমাকে কিছু বলো না!

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো, আবার যবনিকা উত্তোলিত হল। দ্বীপের আর এক প্রান্ত। এখানে এসে ভিড় করেছেন জাহাজডুবি মানুষেরা। এঁরা সবাই সম্ভ্রান্ত। সামন্তরাজ আন্তনিয়ো আছেন, সম্ভ্রান্ত পুরুষ গঞ্জালো, আদ্রিয়ান, সেবাস্তিয়ান আছেন। আর আছেন নাপলীর রাজা য়্যালোনসো। য়্যালোনসো বিষণ্ণ, নির্বাক। প্রাণাধিক পুত্র হারিয়ে তাঁর এই দশা।

সভাসদেরা তাঁর বিষণ্ণতা দূর করবার জন্য সচেষ্ট। একটু বা বুদ্ধিদীপ্ত কথার চমক, একটু বা রসিকতার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সভাসদদের রসিকতা আভিজাত্যের স্থূলতারই উদাহরণ। সে বুদ্ধিদীপ্তি আমাদের মন ছোয় না।

গঞ্জালো প্রথমেই বিষাদে আনন্দের প্রয়োজন নিয়ে বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে। কিন্তু এই যে বেঁচে গেলাম, এইটেই আশ্চর্য ব্যাপার। জাহাজ পাহাড়ে ধাক্কা লেগে দুভাগ হয়ে গেল, তারপরেও বেঁচে গেলাম। তাই আমাদের আনন্দ।

য়্যালোনসো জানালেন, এই সান্ত্বনা-বাণী তার পক্ষে অসহনীয়, তিনি একা থাকতে চান।

সেবাস্তিয়ান বললেন, জুড়িয়ে-যাওয়া জাউয়ের মতো উনি সান্ত্বনা গিলছেন।

কিন্তু তাই বলে গঞ্জালো ওঁকে ছাড়বেন না। রোগী দেখতে গিয়ে রোগীকে কেউ কি ছেড়ে কথা কয়!

সেবাস্তিয়ান কোন কিছু সহজ ভাবে দেখতে পান না, তাই বললেন, দেখ, দেখ, গঞ্জালো তাঁর বুদ্ধির বহর গোটাচ্ছে, আবার আক্রমণ শুরু হবে।

গঞ্জালো এবার ডাকলেন, মহারাজ!

এই শুরু হল, এইবার আঘাতগুলো গুনে যাও। সেবাস্তিয়ান মন্তব্য করলেন।

গঞ্জালো বললেন, যখন দুঃখকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি, তখন সে ও স্বাগত জানায়।

অত যে কষ্ট করলে, তার বকশিস এক ডলার, সেবাস্তিয়ান জুড়ে দিলেন।

গঞ্জালোও কম যান না, অমনি ডলার আর ডোলোর অনুপ্রাসের ঘটা জুড়ে দিলেন। ডলার মুদ্রা আর ডোলোর দুঃখ।

তাই বললেন, হ্যাঁ, দুঃখই সে বকশিস পায়। আপনি যা বলতে চেয়েছিলেন, তার চেয়ে গভীর অর্থ-ই প্রকাশ পেল।

সেবাস্তিয়ানও কম যান না, তিনি বললেন, আপনিই বিজ্ঞের মত ভাবছেন। এইবার দ্বীপের কথা উঠল।

মানুষের অগম্য নির্জন এই দ্বীপ—আড্রিয়ান বলে উঠলেন।

আর একজন বললেন,—যদিও এ দ্বীপ নির্জন বলেই মনে হয়,—কিন্তু আবহাওয়াটা বড় সুন্দর।

তারপর কথার তুবড়ি ছুটল, একজন আর একজনের একটি শব্দ তুলে নেন, আর তা নিয়ে মোচড় দেন, অনুপ্রাসের চমক লাগান।

কেউ বলেন, আবহাওয়াটি ভাল, চারিদিক সুগন্ধে আকুল।

কেউ বা আবার আবহাওয়াকে চঞ্চলা মেয়ে বলে অভিহিত করেন।

কেউ বা দ্বীপের সুগন্ধের প্রশংসা করেন।

কেউ আবার বলেন, যেন ওর ফুসফুস থেকে শুধু বদবু বেরোয়।

আবার একজন হয় তো বললেন, এখানে সবই বাঁচার পক্ষে ভাল।

আর একজন অমনি ফোড়ন কাটলেন—শুধু বাঁচাটা ছাড়া।

এবার দ্বীপ থেকে এল পোশাকের কথা। গঞ্জালো বললেন, জলে ভিজে পোশাকের খোলতাই বেড়েছে, মনে হয় নতুন রংকরা পোশাক।

কিন্তু য়্যাড্রিয়ান গঞ্জালোর পকেটের কাদার দাগ লক্ষ্য করে বললেন, ওর পকেট যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে সে বলত, না, উনি মিছে কথা বলছেন। নতুন রং আর চকচকানির বদলে ওখানে তো কাদা ভরতি। নয় তো পকেটই মিছে কথা পকটস্থ করে রাখছে।

গঞ্জালো বললেন, ঠিক টিউনিসের রাজার সঙ্গে আমাদের রাজ-কন্যা ক্লারিবেলের বিয়েতে যেমনটি পরেছিলাম, ঠিক তেমনটি আছে।

হঁ্যা, বিয়েটা বেশ সৌভাগ্যের বিয়ে, আর আমরা বেশ নির্বিঘ্নে ফিরছি, সেবাস্তিয়ান কটাক্ষ করলেন।

এইবার গ্রীকসাহিত্য এসে গেল। দিদোর কথা উঠল। আবার টিউনিস কার্থেজ কিনা এই নিয়েও তর্ক শুরু হল।

য়্যালোনসো এতক্ষণ তন্দ্রায় বিভোর হয়েছিলেন, এবার বলে উঠলেন, কি ব্যাপার?

আমরা আপনার কন্যার বিবাহের দিনের কথা 'বলছিলাম, সেদিন যে পোষাক পরেছিলাম, আজও পোষাক তেমনি পরিষ্কারই আছে।

য়্যালোনসো ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বলে উঠলেন, আমার কাছে এই কথা কেন বলছ? হায়, আমার কন্যার যদি বিয়ে না দিতাম! আমার পুত্রকে হারালাম, আমার কন্যাকে হারালাম! সে তো রইল ইতালী থেকে বহুদূরে। আর তো তাকে দেখতে পাব না। আমার নাপলী আর মিলানের উত্তরাধীকারী,—কোথায় কোন জলের জীব তোমাকে গ্রাস করলে!

আবার সান্ত্বনার স্রোত বয়ে গেল। সাভাসদেরা বলতে লাগলেন,—কুমার বেঁচে আছেন। কিন্তু রাজা আশ্বস্ত হলেন না।

সেবাস্তিয়ান বললেন, এর জন্য আপনিই দোষী। আপনার কন্যা হ'তে পারতেন ইউরোপের অলঙ্কার, ইউরোপকে বঞ্চিত করে সেই অলঙ্কার আপনি এক আফ্রিকাবাসীকে বিলিয়ে দিলেন! টিউনিস আর নাপলীর মধ্যে বহু ব্যবধান, আপনি তাঁকে হারালেন, তিনি তো চির নির্বাসনে গেছেন! আর এখন তাঁরই জন্য কাঁদছেন!

য়্যালেনসো বলে উঠলেন, না, না, আর বলবেন না!

কিন্তু সেবাস্তিয়ান তো থামবেন না, তিনি বলে উঠলেন, আমরা সবাই নতজানু হয়ে বারণ করেছিলাম, আপনার কন্যাও বাধ্যতা আর অনিচ্ছার মাঝখানে দুলছিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছা আর তাঁর পিতার আদেশ দুটোই ওজন করে দেখেছিলেন। পুত্রকেও বুঝি আপনি হারালেন। এই বিবাহের ফলে নাপলী আর মিলানে বিধবার সংখ্যা বেড়ে গেল! এ তো আপনারই দোষ।

যদি দোষই হয়! আমিই তো সবচেয়ে বেশী ভুগছি।

গঞ্জালো সেবাস্তিয়ানকে ভৎর্সনা করে বললেন, হে সম্ভ্রান্ত সেবাস্তিয়ান, আপনি যে সত্য বলেছেন, তাতে ভদ্রতা নেই, আর সে সময়-উপযোগীও হয়নি। আপনি ক্ষত আরামের ব্যবস্থা করেননি, বরং ঘর্ষণ করে তার জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

গঞ্জালো দেখছি অভিজ্ঞ শল্যবিদের মতো কথা বলছেন, সেবাস্তিয়ান বিদ্রূপ কটাক্ষ করলেন।

হা শল্যবিদের মতোই বটে, বৈদ্যের মতো নয়! আন্তনিয়ো মন্তব্য করলেন।

গঞ্জালো আবার রসিকতা করে বললেন, আপনি যখন মেঘাবৃত থাকেন, তখন আমাদের পক্ষে দুর্দিন। গঞ্জালো এবার রসিকতা ছেড়ে য়্যালেনসোকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

গঞ্জালো বললেন, যদি এই দ্বীপে একটি উপনিবেশ গড়তে দেওয়া হয় তা হলে আমি এই লোকতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজ্যে রাজ্যে সরকার গড়ে তুলব একেবারে আলাদা ভাবে। আমি এখানে বাণিজ্যের আমদানী করতে দেব না, ম্যাজিষ্ট্রেটের চিহ্নও থাকবে না, বর্ণ পরিচয় কারো হবে না ; এমন এক জাতির বাস এখানে হবে, যারা ধন-দৌলত, দুঃখ-দারিদ্র্য বা দাসত্বের কষ্ট জানবে না। এখানে চুক্তি বলে কোন জিনিস থাকবে না, উত্তরাধিকার দেওয়া চলবে না, জমির সীমানা ভাগাভাগি চাষ-বাস, আঙুর ফলানো সবই এখানে বাতিল ; ধাতুর ব্যবহার, শস্য, মদ, তেলের প্রয়োজনও এখানে নেই—এখানে পেশা নেই—শুধু মানুষ অলস জীবন কাটাবে। অলসতাই দেবে শান্তি। মেয়েরাও হবে অলস, কিন্তু তারা হবে পবিত্র আর সরল। সার্বভৌম কতৃত্বের নামও কেউ শুনবে না।

গঞ্জালো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক নতুন রাষ্ট্রের কল্পনা দিলেন। কিন্তু তাঁর এ রাষ্ট্র কল্পলোকেই সম্ভব। কিন্তু এর ভিতরে যে এখনকার কালের প্রতি কটাক্ষ আছে, একথা সভাসদেরা বুঝতে পারলেন। ওঁরা বাধা দিতে গেলেন।

সেবাস্তিয়ান বলে উঠলেন, সার্বভৌম কতৃত্ব থাকবে না বটে, তবে গঞ্জালোই রাজা হবেন।

আর আন্তনিয়ো বলে উঠলেন, আর তাতে আগেকার কথার সঙ্গে মিল থাকবে না।

গঞ্জালো আবার বলতে শুরু করলেন, সেখানে প্রকৃতি সকলের জন্য উৎপন্ন করবেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদনের প্রয়োজন থাকবে না মানুষের। বিশ্বাসঘাতকতা, দস্যুবৃত্তি, তরবারী, শাবল, ছুরি, বন্দুক—যুদ্ধের যে কোন হাতিয়ার সব সেই রাষ্ট্রে বাতিল। প্রকৃতিই সেখানে প্রচুর দেবেন আর তাঁর সম্পদের বাহুল্যে মানুষ সেখানে খাদ্যের অভাবে উপবাস করে থাকবে না।

সেবাস্তিয়ান শুধালেন, সেখানে বিবাহ-প্রথা থাকবে তো ?

আন্তনিয়ো বিদ্রূপ করে উঠলেন, না না বিবাহ চলবে না ! পুরুষ সেখানে অলস, মেয়েরাও তাই। আর এই অলসতায় তারা অপদার্থ হয়ে যাবে।

গঞ্জালো বিদ্রূপে দমেন না, তিনি বললেন, আমি এমন ভাবে এ রাষ্ট্র শাসন করব যাতে স্বর্ণযুগকেও সে ছাপিয়ে যায়, হার মানায়। এ স্বর্ণযুগের কথা বলতে গিয়ে তিনি গ্রীক আর রোমক কবিদের কথা আনলেন। গ্রীক এবং রোমক কবিদের মতে স্বর্ণযুগ এক আদর্শ কাল। সে কালে মানুষ অপূর্ব সুখে-শান্তিতে থাকত। হিন্দু পুরানের সত্যযুগের মতই এ কাল।

সেবাস্তিয়ান আর আন্তনিয়ো বিদ্রূপাত্মক জিগির তুললেন।

আহা, এমন রাষ্ট্রের রাজা দীর্ঘজীবী হোন !

আহা, গঞ্জালো দীর্ঘজীবী হোন !

গঞ্জালো য়্যালেনসোকে শুধালে, আপনি আমার কথা শুনছেন তো ?

য়্যালোনসো বললেন, থাক, আর নয়, আপনি অনেক বাজে কথাই বললেন।

গঞ্জালো উত্তর দিলেন, হাঁ—তা জানি মহারাজ। কিন্তু আমি এই বাজে কথা বলেই এই ভদ্রমহোদয়দের সুবিধে করে দিলাম। ওঁদের ফুসফুসে এমন একটুতেই লাগে, তাই ওঁরা বাজে আর কাজে সবকিছুতেই হাসেন।

অন্তনিয়ো বললেন, আমরা আপনার কথায় হাসিনি—আপনাকে দেখে হেসেছি।

গঞ্জালো প্রত্যুত্তর দিলেন, যদি তাই বলেন, তুচ্ছ কথায় হাসতে আমি আপনাদের তুলনায় একেবারে অপদার্থ, তাই অপনারা আমার কথায় হাসতে পারেন, কিন্তু তাতে বাজে কথায়ই হাসা হবে।

আন্তনিয়ো হেসে বললেন, বাঃ। কি আঘাতটাই না করলে।

সেবাস্তিয়ান বললেন,আঘাতটা তো একেবারে মাঠে মারা গেল!

গঞ্জালো বিদ্রূপ করে বললেন, আপনারা সাহসী, বীর; আপনারা এক চাঁদকে যদি একসঙ্গে পাঁচ সপ্তাহ দেখেন, তাহলে তাকে কক্ষচ্যুত করারই চেষ্টা করবেন।

যাহোক, এলিজাবেথীয় যুগের দরবারী রসিকতার নমুনা আমরা পেলাম। এ রসিকতায় আমরা কাষ্ঠ হাসি হাসতে পারি, কিন্তু আমাদের মন সরস হয়ে ওঠে না। শুধু এর মধ্যে গঞ্জালোর কল্প-রাষ্ট্র আমাদের মনকে দোলা দিয়ে গেল। অর্থনৈতিক প্রাকারের উপর রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, আর সেখানে উৎপাদন আর বন্টনের বৈষম্যই সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটায়। উৎপাদনের প্রথা তুলে দিয়ে একেবারে আদর্শ রাষ্ট্রে পৌঁছান যায়—এই গঞ্জালোর বক্তব্য। কিন্তু মহাকবি জানতেন এমন আদর্শরাষ্ট্র হতে পারে না। তিনি গঞ্জালোর মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছেন, তাঁর যুগের রাষ্ট্রের ভিতরে অনর্থের বীজ দেখে। যুদ্ধ তাঁর মনকে পীড়া দিয়েছিল, তাই তাকেও তিনি বাতিল করতে চেয়েছেন। আজ বিংশ শতকের ষষ্ঠদশকে জাতিগুলি ভাবছেন যুদ্ধ-সংকট মোচনের কথা। নিরস্ত্রী করণের জিগির উঠছে—আর মহাকবি সে কথা ভেবেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে। এইজন্যই তিনি দূরদর্শী—তিনি সর্বকালের—তিনি মহাকবি।

যাহোক, আবার আমরা দরবারী রসিকতা থেকে যাদুর রাজ্যে ফিরে এলাম। এরিয়েল এসে ঢুকল। সে অদৃশ্য হয়ে আছে, বাজনা বাজছে; সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নিদ্রালী-মন্ত্রের প্রভাবে। শুধু জেগে রইলেন য়্যালোনসো, আন্তনিয়ো আর সেবাস্তিয়ান।

য়্যালোনসো অবাক হয়ে গেলেন—এত শীঘ্র সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। তিনিও ঘুমোতে চান। বিষণ্ণ তাঁর মন, তিনি চান নিদ্রার কোলে শান্তি।

য়্যালোনসোও ঘুমিয়ে পড়লেন মন্ত্রের প্রভাবে। শুধু পাহারায় রইলেন আন্তনিয়ো আর সেবাস্তিয়ান। এরিয়েল তার কাজ শেষ করে চলে গেল।

আন্তনিয়ো আর সেবাস্তিয়ানের চোখে ঘুম নেই। আন্তনিয়ো ঘুমন্ত মানুষের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন তাদের হত্যার কথা। তারা তো এখন তার দয়ার উপর নির্ভর করে আছে। এই তো তার রাজা হবার সুযোগ। তিনি দেখলেন—রাজমুকুট তাঁর মাথায় এসে পড়ল। আপন মনেই ভাবছিলেন আন্তনিয়ো, হঠাৎ বলে উঠলেন,

রাজমুকুট খসে পড়ল মাথায় !

সেবাস্তিয়ান ধীরে ধীরে শুধালেন, আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন ডিউক ?

কথা শুনলেন না আমার ? আন্তনিয়ো বললেন।

হ্যাঁ, শুনলাম বই কি, ঘুমে কি বিড় বিড় করে বকছিলেন। ঘুমের ভাষা আপনি ব্যবহার করছিলেন। কি বলতে চান ?

আন্তনিয়ো ভয় পেলেন, শুধু বললেন, সেবাস্তিয়ান আপনি যোগ্য মানুষ, কিন্তু ভাগ্যকে আপনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, নয়তো তাকে একেবারে বিসর্জন দিয়েছেন। সুযোগ আপনি দেখেন না, দেখতে চান না। আপনার মন ঘুমন্ত, যদিও দেহ জাগ্রত।

সেবাস্তিয়ান রসিক, তিনি বললেন, আপনি ঘুমে নাক ডাকাতে পারেন, কিন্তু আপনার নাক ডাকাবারও মানে আছে—মনে হয় যেন কিছু বলবেন।

তাঁর কথা সেবাস্তিয়ান বুঝতে পেরেছেন আন্তনিয়ো এই ভেবে বললেন, ঠাট্টাই আমার অভ্যাস, কিন্তু এখন ঠাট্টা করছিনে ! আমার কথা যদি শোনেন, আপনি তিন গুণ বড় হবেন।

সেবাস্তিয়ান বললেন, আমি বদ্ধ জল, জোয়ার-ভাঁটা আমাতে খেলে না।

আমি জোয়ার নিয়ে আসব।

চেষ্টা করুন! আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি অলসতা, সেই অলসতা ভাটার টানই আনে।

আন্তনিয়ো বললে, আমি সেখানে জোয়ার এনে দেব। কি করলে বদ্ধ-জলায় জোয়ার আসে তা বলে দেব।

সেবাস্তিয়ান বললেন, আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখুন।

আন্তনিয়ো এবার ব্যক্ত করলেন তাঁর পাপ-সংকল্প। ঐ ভাঁড় গঞ্জালোই শুধু বলে, কুমার বেঁচে আছেন।

সেবাস্তিয়ান বললেন, অথচ আমার তো সে আশা নেই।

সেই নিরাশা থেকেই কত নূতন আশা দেখা দেবে। ফার্দি-নান্দের বেঁচে থাকার আশাহীনতা এনে দেবে এক মহা আশা —যা উচ্চাকাংখী কখনো ভাবতে পারে না! সে আশা তো নাপলীর রাজমুকুট। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত—ফার্দিনান্দ ডুবে মরেছেন!

সেবাস্তিয়ান জানালেন,—তিনি একমত। এবার আন্তনিয়ো শুধালেন, তাহলে এখন নাপলীর রাজার উত্তরাধিকারী কে?

ক্লারিবেল।

ক্লারিবেল তো তিউনিসের রাণী—তিনি থাকেন বহু যোজন্ দূরে—নাপলী থেকে খবর আনতে হলে তাঁকে সূর্যকে দূত করে পাঠাতে হবে। আর তাঁর জন্যেই তো আমরা আজ সাগরে ডুবেছিলাম। আবার সাগর আমাদের উগরে দিয়েছে। তাই ভাগ্য আমাদের সহায়, আর সেই ভাগ্য বলেই আমরা এক মহা উদ্দেশ্য সফল করব। অতীত তো তার প্রস্তাবনা গেয়ে গেছে, এখন বর্তমানের কাজ তো আমাদেরই করতে হবে।

সেবাস্তিয়ান বুঝলেন আন্তনিয়োর উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি চতুর বলে, না বোঝার ভান করলেন। বললেন,

কি বাজে বকছেন! কি বলছেন? আমার ভ্রাতার কন্যা তিউনিসের রাণী, তিনিই নাপলীর উত্তরাধিকারিণী—হাঁ, দুই দেশে দূরত্ব আছে বটে।

আর সেই দূরত্বের প্রতিটি বিঘৎ চীৎকার করে উঠছে—কি করে ঐ ক্লারিবেল আমাদের এড়িয়ে নাপলীতে ফিরে আসবেন! তিনি থাকুন তিউনিসে, আর জেগে উঠুন সেবাস্তিয়ান। মনে করুন, এই নিদ্রাই হবে তাঁদের মৃত্যু। দেখুন, ওঁরা তো মৃতের মত নিদ্রায় অভিভূত। নাপলীর শাসনভার যিনি নেবেন, তিনি তো এখানেই আছেন। এই নিদ্রার সুযোগ নিয়ে তো আপনি পারেন নিজের উন্নতি করতে। আমাদের কথা বুঝতে পারছেন?

সেবাস্তিয়ান চতুর, তিনি বললেন, হাঁ, মনে হয় পেরেছি?

আপনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত?

সেবাস্তিয়ান বললেন, হাঁ, আমার মনে পড়েছে, আপনার ভ্রাতা প্রস্পারোকে আপনি সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন।

দেখুন, কেমন পদ-মর্যাদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আমার ভ্রাতার অনুচরেরা ছিল তখন আমার সমান, এখন তারা আমার ভৃত্য।

কিন্তু আপনার বিবেকের কি খবর?

বিবেক কোথায় থাকে? যদি পায়ে ঘা হয়ে থাকে, আমি চটি-জুতা পরে নেব, কিন্তু বুকে তো সেই বিবেক নেই। আমার আর মিলানের মধ্যে যদি বিশটা বিবেক এসে জুড়ে বসত, তারা আমাকে উত্যক্ত করবার আগেই গলে জল হয়ে যেত। ঐ আপনার ভ্রাতা শয়ান—যে মৃত্তিকায় শুয়ে আছেন, ঠিক তেমনি জড়বস্তু তিনি—ঐ মৃতের-মত ভ্রাতার মৃত্যু আমি কামনা করি। আমি আমার এই ছুরিকা দিয়ে শুধু তিন ইঞ্চি বিঁধিয়ে দিয়ে ওকে চির নিদ্রায় অভিভূত করে দিতে পারি। আর আপনি পারেন ঐ বৃদ্ধ নীতিবাদের বক্তৃতা-বাগীশ গঞ্জালোকে তরবারীর এক আঘাতে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে।

যদি ঐ শ্রীযুক্ত জ্ঞান-স্থবিরের হাত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি, তাহলে তিনি আর আমাদের কাজের নিন্দা করতে পারবেন না। আর বাকি সভাসদদের কথা ছেড়ে দিন। তারা যে কোন পাপে রাজী, বিড়াল যেমন দুধ খায়, তারাও তেমনি ঐ কাজ অনুমোদন করবে।

সেবাস্তিয়ান আবার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন, সাধু, আপনার দৃষ্টান্তই হবে আমার উদাহরণ। আপনি হবেন আমার গুরু, আমার মন্ত্রণাদাতা। আপনি যেমন ভাবে মিলান পেয়েছেন, তেমনি ভাবেই অধিকার করব নাপলী। আপনাকে আর রাজস্ব দিতে হবে না।

এমন সময় এরিয়েল এসে প্রবেশ করল। প্রস্পারো জানতে পেরেছেন এদের অভিসন্ধি। তাই তিনি সবাইকে জাগিয়ে দিতে বলেছেন। এরিয়েল গঞ্জালোর কানে কানে গান গাইলে,

যখন তুমি নাক ডাকানিতে বিভোর
ষড়যন্ত্র তখন তার সুযোগ নিতে ব্যস্ত।
যদি তুমি বাঁচতে চাও, ঘুম ঝেড়ে ফেল, ওঠ!

আন্তনিয়ো আর সেবাস্তিয়ান অসি নিষ্কাষিত করছে, এরই মধ্যে মায়ানিদ্রা ঘুচে গেল য়্যালোনসো আর গঞ্জালোর।

য়্যালোনসো তাদের তরবারি নিষ্কাষিত দেখে বলে উঠলেন, একি, তোমাদের তরবারি নিষ্কাষিত কেন? কি হয়েছে? কেন এমন হিংস্র তোমরা?

গঞ্জালোও বলে উঠলেন, কি হয়েছে?

সেবাস্তিয়ান তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, আপনারা যখন নিদ্রিত ছিলেন, দূরে সিংহ বা বন্য ষাড়ের গর্জন শুনতে পেলাম।

আমি তো কিছু শুনি নি, য়্যালনসো বললেন।

আন্তনিয়ো বললেন, উঃ! সে কি ডাক—পৃথিবী কাঁপিয়ে দেয়! মনে হয় একপাল সিংহ ডাকছিল।

গঞ্জালো শুনেছ?

গঞ্জালো বললেন, আমি শপথ করে বলতে পারি, আমি শুনেছি মৃদু স্বর—আর সে বড় অদ্ভুত স্বর। আমার ঘুম ভেঙে গেল, আপনাকে আমি জাগিয়ে তুললাম। দেখি ওরা তরবারী খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। যাহোক, ওরা যে সতর্ক ছিলেন এইটেই ভাল। আসুন, আমরাও খাপ থেকে অসি খুলে প্রস্তুত হই।

য়্যালোনসো বললেন, চলুন, আমার হতভাগ্য সন্তানের খোঁজে যাই। তাকে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করুন ঈশ্বর, গঞ্জালো বলে উঠলেন। আন্তনিয়ো আর সেবাস্তিয়ানের দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন, আমার মনে হয়, তিনি এই দ্বীপেই আছেন।

ওরা চলে গেলন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনের আর এক প্রান্ত। ক্যালিবান কাঠের বোঝা নিয়ে এসে ঢুকল।

সে গজর-গজর করছে। প্রস্পারোর কাজ করতে সে নারাজ। সে ছিল মুক্ত স্বাধীন অধিবাসী, সে তো দাসত্ব করেনি। কিন্তু বিদেশী আজ তার কাঁধে দাসত্বের যোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে। তার উপায় নেই। সে আপন মনে ফুঁসে ওঠে, গাল দেয়, আজও গাল দিচ্ছে,

জলা থেকে যত বদগন্ধ ধোঁয়া ওঠে, সব যেন প্রস্পারোর গায়ে লাগে, তার শরীর যেন রোগের ডিপো হয়ে দাঁড়ায়। আবার ভয়ও আছে, প্রস্পারের অনুচর জীনেরা শুনবে তার কথা—আর তাকে

চিম্‌টি কাটবে, আলেয়া দিয়ে ভয় দেখাবে, পগারে টেনে নিয়ে যাবে অন্ধকার রাতে। কখনো বাঁদরের রূপ ধরে মুখ খিঁচোবে, কামড়াবে সজারু হয়ে, তার খালি পায়ে প্যাঁট-প্যাঁট করে কাঁটা বেঁধাবে। নিরুপায় হয়ে এমনি গজরাচ্ছে ক্যালিবান, এমন সময় নাপলীর রাজার বিদূষক ত্রিনকুলো এসে হাজির।

তাকে দেখে ক্যালিবান তো ভয়ে অস্থির। এই বুঝি প্রস্পারোর আর একটি পোষা এল। সে এসেই কাঠ আনতে দেরী হয়েছে বলে মারবে, সে তাই ভাবলে—চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে মাটিতে। তাহলে আর জিনটা দেখতে পাবে না। সত্যই সে শুয়ে পড়ল।

এদিকে ত্রিনকুলো বজ্র-বিদ্যুতের ভয়ে আশ্রয় খুঁজতে এসেছে কিন্তু কোথায় আশ্রয় নেবে, একটা ঝোপঝাড় নেই। অথচ ঝড় তো আবার এল। বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ ; আকাশে মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠছে, যেন মদ রাখার চামড়ার পিপে, সবটুকু মুখে ঢেলে দেবে। এইবার তার চোখে পড়ল অদ্ভুত আদিবাসী ক্যালিবানকে। দেখে মনে হয় যেন মাছ, কিন্তু মানুষের মত ওর পা, আর মানুষের মতোই হাত। মরাও নয়! ত্রিনকুলোর এতক্ষণে খেয়াল হল, এ হয়ত এই দ্বীপের অধিবাসী। সে ভাবলে ওর আড়ালে ঠাঁই নিলে তার আর ভাবনা থাকবে না।

স্তেফানো জাহাজের মাতাল বাবুর্চি, সে এসে ঢুকল বোতল হাতে।

সে গান গাইছে—

আর তো সাগরে
যাব না—যাব না।
মরব ডাঙায় মরব।

মদ খাচ্ছে আর গান গাইছে স্তেফানো। মদই তার সান্ত্বনা। এবার আবার গান জুড়ে দিল।

জাহাজের কাপ্তেন, লস্করেরা সবাই
ভাল বাসলাম, ভাল বাসলাম—
মল, মেগ, ম্যারিয়ান আর মার্জারীকে
কেটের দিকে কেউ তাকায় না
তার জিভ বড় ধারালো।

সে চেঁচিয়ে বললে লস্করকে—যাও, গলায় দড়ি দাওগে।

গান থামিয়ে সে বলে উঠল, বাজে গান গাইছি, কিন্তু এই আমার সান্ত্বনা।

ত্রিনকুলো তার আড়ালে ঠাঁই নিয়েছে, কিন্তু মরার মতো পড়ে আছে ক্যালিবান। কিন্তু আর তো পারেনা। সে বলে উঠল,

দোহাই তোমাদের, আমাকে আর জ্বালিয়ো না!

স্তেফানো তো স্বর শুনে অবাক—এ আবার কোথা থেকে অপদেবতা এসে জুটল? ত্রিনকুলো আর ক্যালিবানের চারখানা পা দেখে সে চমকে উঠল, কিন্তু ভয় পেলনা।

ক্যালিবান এদিকে চেঁচিয়ে উঠতেই ত্রিনকুলো আড়াল থেকে এক ধাক্কা মারলে।

ক্যালিবান আবার চেঁচিয়ে উঠল।

ক্যালিবান ভয়ে কাঁপছে, তাকে দেখে স্তেফানোর মনে হল, সে চার ঠেঙ্গো দানা—আর তার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে। ওকে আরাম করে দিতে সে চেষ্টা করবে। ওকে নাপলীতে নিয়ে যেতে পারলে তো যে কোন সম্রাটকে উপহার দেবার এমন অপূর্ব জিনিস আর মিলবে না।

ক্যালিবান কাঁপতে কাঁপতে বললে, যাচ্ছি, মেরো না! জলদি জলদি কাঠ নিয়ে যাচ্ছি।

স্তেফানো ভাবলে, ওর এখন ফিট হয়েছে। একটু বোতলের মালের স্বাদ পাইয়ে দিলে এখুনি ফিটের ব্যারাম আরাম হয়ে যাবে। যদি ওকে পোষ মানাতে পারি, তাহলে বিক্রি করে দেব। সে বোতল নিয়ে এগিয়ে এল। বললে, ওরে মুখ খোল্,এ এমনি জিনিস, তোর মুখে বুলি ফোটাবে, তোর কম্পজ্বর চলে যাবে।

ত্রিনকুলো এদিকে আড়াল থেকে স্বর শুনে চিনলে। এ তো রসুইয়ের স্বর কিন্তু সে তো ডুবে মরেছে। তাহলে এ সয়তান না হয়ে যায় না! সে চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও!

দুই স্বর একই জায়গা থেকে আসছে শুনে স্তেফানো তো অবাক। চার ঠেঙ্গোর আবার দুটি স্বর! এ যে চমৎকার দানো। আগের স্বর দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ভাল কথা কইবে, আর পেঁছনের স্বর দিয়ে গার্ল পাড়বে। যদি সমস্ত মদ দিয়েও ওকে আরাম করতে হয়—তা করব! সে বলে উঠলো।

এবার ত্রিনকুলো ডাকলে, স্তেফানো।

স্তেফানো বললে, ও আমাকে নাম ধরে ডাকছে বাবা! তাহলে তুমি দানা নও, তুমি সয়তান! বাবা সয়তানের কাছে থাকাও খারাপ!

ত্রিনকুলো ডাকলে, ভাই স্তেফানো। তুমি যদি স্তেফানো হও, আমাকে একবার ছোঁও তো, আমি ত্রিনকুলো! তোমার দোস্ত ত্রিনকুলো।

স্তেফানো বলে উঠল, তুমি যদি ত্রিনকুলো হও, বেরিয়ে এস! আমি তোমার বেঁটেখাটো পা-দুটো ধরে টানব, ঐ রোগা পা দুখানি তো তোমারই হবে। আরে সত্যিই তো আমার দোস্ত। তা কি বলে এই কিম্ভুত জীবটার সঙ্গে শুয়েছিলে?

আরে ভাই, ভেবেছিলাম ও বাজ পড়ে মারা গেছে। কিন্তু সাঙাৎ, তুমি না ডুবে মরেছিলে? দেখছি মরনি! আরে ভাই ঝড়ের

ঠেলায় এসে এখানে লুকিয়ে ছিলাম। তা ভাই, সত্যিই আমার দোস্ত স্তেফানো।

স্তেফানো বললে, আরে আমাকে নিয়ে এমন টানা-হেঁচড়া করো না। আমি বমি করে ফেলব।

ক্যালিবান ওদের দুজনের দিকে জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছিল। তার স্তেফানোকে খুব পছন্দও হল। আর সে যেন দেবতা, আর ওর ঐ জল তো স্বর্গের অমৃত। সে একেবারে স্তেফানোর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলে।

ত্রিনকুলো স্তেফানোর কাছ থেকে মদের আস্বাদ পেয়ে মাতাল।

সে বললে, আরো আছে দোস্ত?

স্তেফানো বললে, এক পিপে ভর্তি আছে। পাথরের আড়ালে রেখে এসেছি।

তারপর ক্যালিবানের দিকে তাকিয়ে বললে, কিগো তোমার কম্পজ্বর গেছে?

ক্যালিবান বললে, তুমি কি স্বর্গ থেকে উড়ে এলে?

স্তেফানো বললে, একেবারে চাঁদ থেকে। আমিই চাঁদের মানুষ।

ক্যালিবান বললে, হাঁ গো চাঁদে তোমায় দেখেছি। তোমাকে পুজো করেছি। আমার মনিবানী তোমাকে, তোমার কুকুর আর ঝোপ দেখিয়ে দিয়েছে।

বেশ, বেশ, এখন বোতলের দিব্যি কর, স্তেফানো বলে উঠল।

ত্রিনকুলো বললে, আমি শুধুই ভয়ে মরে ছিলাম এযে দেখছি ভারী দুর্বল দানো।

ক্যালিবান স্তেফানোকে বললে, আমি আপনাকে দ্বীপের উর্বর জমি দেখিয়ে দেব, আপনার পায়ে চুমু খাব

ত্রিনকুলোর এসব ভাল লাগল না। সে ভাবলে, ঐ দেবতা ঘুমোলে ওর বোতল আমি চুরি করে নেব।

ক্যালিবান এদিকে মদ খেয়ে পা চাটছে স্তেফানোর আর বলছে, আমি তোমাকে সবচেয়ে সেরা ঝরণার কাছে নিজে যাব, আমি এনে দেব জাম তুলে, মাছ এনে দেব, জ্বালানি কাঠ এনে দেব, আমি তোমাকে পূজা করব। তুমি আগুনে-জল তৈরী করতে জান! তুমি দেবতা।

সে মদটুকু পান করে ফেলতে ত্রিনকুলো ক্ষেপে গিয়ে বললে, এ এক মূর্খ দানো, একটা মাতালকে দেবতা বলছে।

ক্যালিবান মদের ঝোঁকে বলে চলল—আপেল এনে দেব তোমাকে, তোমার জন্য বাদাম খুঁজে আনব, পাখীর বাসা থেকে ডিম এনে দেব, মাংসের জন্য তোমাকে ধরতে শেখাব খুদে বানর, আবার কখনো বা নিয়ে আসব গাংচিল। যাবে দেবতা তুমি আমার সঙ্গে?

বক্ বক্ না করে পথ দেখিয়ে দাও তো? স্তেফানো বললে, ত্রিনকুলো, রাজা নেই, সভাসদ নেই, এখন তুমি আর আমি এ দ্বীপ দখল করব। ত্রিনকুলো, তুমি হলে আমার বোতলবাহী সেরা পরিচারক। ত্রিনকুলো, এখনি আমরা বোতল পূর্ণ করে নেব।

ক্যালিবান এবার গান জুড়ে দিলে—ওগো মনিব, আমার মনিব বিদায় মাগি।

ত্রিনকুলো হেসে মন্তব্য করলে, বাবা! এ যে দেখছি চিল্লালো দানো—মাতাল দানো!

ক্যালিবানের ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে গাইতে লাগল,—

মাছের জন্যে আর তো বাঁধ বাঁধবো না

আর আনব না জ্বালানি কাঠ

হুকুমে আর আনব না!

আর মাজব না—ঘসব না; ধোব না বাসন-কোসন

ব্যান—ব্যান—ক্যা—লিবান

নতুন মনিব পেয়ে যান

এখন শুধু আজাদী—শুধু আজাদী !

আর নয় কাজ জলদি-জলদি !

ক্যালিবান চলল পথ দেখিয়ে, আর পিছনে টলতে টলতে চলল স্তেফানো আর ত্রিনকুলো।

তৃতীয় অঙ্ক

ক্যালিবানের পানোন্মত্ত উল্লাসের শেষ রেশ মিলিয়ে গেল। রঙ্গমঞ্চ এখন ফাঁকা। সেই শূন্য মঞ্চে এসে প্রবেশ করলেন ফার্দিনান্দ। মাতালের হল্লার পর আমরা এলাম নির্জন গুহার সুমুখে। সেখানে ফার্দিনান্দের সঙ্গে দেখা। প্রস্পারো বাধা সৃষ্টি করছেন প্রেমের পথে। তাই ফার্দিনান্দ, নাপলীর যুবরাজ ফার্দিনান্দ আজ কাঠ কাটেন, বয়ে নিয়ে আসেন। তিনি প্রেমের পরীক্ষা দিচ্ছেন। শুধু সে পরীক্ষায় মধু মহূর্ত্ত আসে, যখন প্রেমময়ী মিরান্দার দেখা পান। আর সে-দেখা তো রোজই পান। অমৃতময় হয়ে ওঠে মুহূর্ত্ত।

আজও কাঠ কেটে নিয়ে আসছেন ফার্দিনান্দ। রাজকুমার হয়ে কাঠ কাটছেন এতে তাঁর নিরানন্দ নেই। তিনি আপন মনে বললেন,

কতগুলো খেলায় প্রয়াস আছে, কিন্তু আমরা সেগুলি করে যে আনন্দ পাই, তাতে শ্রমের কষ্ট দূর হয়ে যায়। এমন অনেক হীন কাজ আছে যা মহৎ বলেই মনে হয়। এমন যে হীন কাজ করছি, এর মূল্য তো যথেষ্ট। আমি যে মনীবানীর হয়ে কাজ করছি, তিনি তো এই একঘেয়ে মেহনতিতে যোগাচ্ছেন প্রাণশক্তি, আমার শ্রমকে ঘিরে তুলছেন আনন্দে। ওঁর পিতা রুক্ষ-ভাষী, কিন্তু উনি তো কত মৃদুস্বভাবা। কি মৃদুভাষিণী নারী তিনি! তাঁর পিতা তো কর্কশ, ক্রূর। আমার কর্ত্রী আমাকে কাঠ বয়ে আনতে দেখে কাঁদেন। তিনি তো বলেন, আমার মতো এমন সম্ভ্রান্ত শ্রমিক করছে এই হীন কাজ! না, না, একি করছি? কাজের কথা ভুলে গেছি—মিরান্দার ভাবনা

আমার শ্রমকে তো হাল্কা করে দেয়, যখন আমি কাজে ব্যস্ত নই—তখনি তো আমি সবচেয়ে ব্যস্ত—মিরান্দার সুখচিন্তা আমাকে ব্যস্ত করে তোলে।

মিরান্দা এল, আর অদৃশ্য হয়ে আছেন দূরে প্রস্পারো।

মিরান্দার ফার্দিনান্দকে দেখেই মায়া হয়, সে তাঁকে বললে,

আমার মিনতি, অমন কঠোর পরিশ্রম তুমি কোরোনা কুমার! আমার কি ইচ্ছে হয় জান, বজ্র এই কাঠের ভার পুড়িয়ে ছারখার করে দিক; তোমাকে আর তো তাহলে ওগুলো স্তূপাকার করতে হবে না। হাতের কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম কর! যখন এই দেবদারু কাঠ আগুনে দেওয়া হবে, সেগুলি তো চোখের জল ফেলবে—তোমাকে এমন খাটিয়েছে বলেই তা করবে। বাবা এখন পড়াশুনায় ব্যস্ত। আমার মিনতি, একটু বিশ্রাম কর। তিনি আর ঘণ্টা তিনেক আমাদের কাছে আসবেন না।

অথচ একি পরিহাস, প্রস্পারো তো অদৃশ্য হয়ে আছেন!

ফার্দিনান্দ বললেন, ওগো আমার মধুমনিবাণী, আমার কাজ শেষ করবার আগেই সূর্য অস্ত যাবে।

তুমি বোসো, আমি কাঠ বয়ে নিয়ে যাব। দাও, কাঠের বোঝা দাও! আমি ঐ স্তূপের কাছে নিয়ে যাব।

না, না, ফার্দিনান্দ বাধা দিলেন, বরং আমার মাংসপেশী ছিন্ন হয়ে যাক, আমার পিঠ ভেঙ্গে যাক, তবু তোমাকে দেবনা এমন হীন কাজ করতে। আমি তো অলস হয়ে বসে থেকে দেখতে পারব না!

মিরান্দা বললে, যদি তোমার পক্ষে একাজ হীন না হয়, আমার পক্ষেও তো হীন হতে পারে না। আর আমি সহজেই একাজ করতে পারব, কেননা, আমার সৎ ইচ্ছা আছে।

প্রস্পারো আপন মনে বললেন, আহা বেচারী, মহামারীর মতোই প্রেমে তুমি আক্রান্ত। তোমার এই আসা, ফার্দিনান্দের কাঠ বয়ে দিতে চাওয়া—এতো তোমার ভালবাসারই পরিচয়।

প্রস্পারো আনন্দিত হলেন। এরা চটুল প্রেমের বেসাতি করে না, এরা প্রকৃত প্রেমিক। তাঁর পরীক্ষা সার্থক।

মিরান্দা ফার্দিনান্দের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

মিরান্দা আর ফার্দিনান্দ দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

প্রস্পারো এতক্ষণ দেখছিলেন এই প্রেমলীলা, এবার তিনি হৃষ্ট মনে বললেন—এ আমার আনন্দ, ওদের প্রেমে পড়তে দেখে আমি সুখী, কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার আনন্দ তো এর চেয়ে ঢের বেশী—ওদের কাছে ভালবাসা এল এক আশ্চর্যরূপে—কিন্তু আমি তো এর পরিকল্পনা করেছি—তাই অবাক হইনি। কিন্তু এর চেয়ে বড় আনন্দ তো নেই! আর হয় না! এবার যাই, ইন্দ্রজালের পুঁথি খুলে বসিগে, বহু সংকল্প সিদ্ধ করতে হবে, আরো কাজ বাকি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রেমের সুন্দর দৃশ্যটি শেষ হয়ে গেল। এ যেন এক সুন্দর সুর তার রেশ রেখে গেল দিকে দিকে। মহাকবির নাটকে এমন সুন্দর প্রেমের দৃশ্য তো আর দেখিনি। এ কথা সমালোচক বলেন, আমরা পাঠকেরাও বলি। কিন্তু আমাদের আফশোস, বড় সংক্ষিপ্ত এ দৃশ্য। হয়তো এই ভাল। দীর্ঘ হলে হয়ত আনতো ক্লান্তি। সংক্ষিপ্ত বলেই এটি মনোরম।

আবার আমরা দ্বীপের অন্য প্রান্তে চলে গেছি। আবার সেই ত্রিনকুলার সঙ্গে দেখা। সেই স্তেফানো, ত্রিনকুলো আর ক্যালিবান। ওরা মদ খেয়ে মাতাল।

ত্রিনকুলো বারণ করছে কিন্তু স্তেফানো শুনবেনা। মদ বন্ধ সে করবে না, যখন পিপে শূন্য হবে তখন জল পান চলতে পারে, কিন্তু তার আগে একবিন্দুও নয়—এই তার এক কথা। তাই তার

কথাই হল, মদের বোতলের উদ্দেশ্যে অভিযান চলুক। সে ক্যালিবানকে হুকুম দিলে,—

এই দানা-দানো, আমার স্বাস্থ্য পান কর!

ত্রিনকুলো বললে, বাবা দানো নফর, এযে বোকার দ্বীপে এসে গেনু গো! পাঁচজন এ দ্বীপে আছে, আমরা এইখানেই তো তিনজন। আমাদের মতো আর দুটির মগজ যদি এমনি হয় তাহলে তো রাজ্যের সর্বনাশ, রাজ্য তছ-নছ হয়ে যাবে।

স্তেফানো দেখলে, ক্যালিবান আর মদ পান করতে চায় না, সে তাই তাকে হুকুম করলে—

এই দানো-নফর, কর—পান কর! আমি এ দ্বীপের রাজা, আমি বলছি! তোর চোখ তো এখন শূন্য দেখছে ;

কিন্তু ক্যালিবানের কথা নেশায় বন্ধ, সে বুঁদ হয়ে গেছে। স্তেফানো তা লক্ষ্য করে বললে,

আরে আমার দানোটি জিভ একেবারে মদে ডুবিয়ে নিয়েছে। আমাকে কিন্তু মদ ডুবিয়ে দিতে পারেনি, সাগরও পারেনি। ওরে দানো, তুই হবি আমার সহকারী —পতাকাবাহী।

ত্রিনকুলো রসিকতা করে বললে, ও দাঁড়াতেই পারছে না, তার পতাকা বইবে কি ?

স্তেফানো বললে, না না, শত্রুর ভয়ে পালিয়ে গেলে চলবে ?

না না, তা পারবে না, নেশায় বুদ হয়ে হাঁটতেই পারবে না, পালাবে কি করে ? ও কুত্তামাফিক মাটিতে শুয়ে পড়ে মিছে বকবে। মদে কথা বন্ধ হয়ে যাবে, তবু মিছে কইবে।

স্তেফানো হুকুম করলে, ওরে গোলাম, একবার ক'তো দেখি!

এই তো হুজুর, ক্যালিবান বলে উঠল। আপনার জুতো চাটছি হুজুর! (ত্রিনকুলোকে দেখিয়ে দিয়ে) আমি ওর গোলাম হব না, ওতো আপনার মত মদ গিলতে পারে না—সে সাহস ওর নেই ।

ত্রিনকুলো চম্‌কে উঠল—এই বেটা মূর্খ দানো, আমার এখনও এমন হিম্মৎ আছে, আমি একটা পুলিশকে আক্রমণ করে বসতে পারি। ওরে মাতাল মাছ, আজ অনেক মদ গিলেছি, তাই বলে বোতল বা পুলিশ ঠেঙ্গাতে ভয় পাইনে।

ক্যালিবান স্তেফানোকে বললে, দেখলেন তো উনি আমাকে ধমকাচ্ছেন। আপনি ওকে ধম্‌কাতে দেবেন?

স্তেফানো অমনি মদের ঝোঁকে ক্যালিবানের পক্ষ নিলে। সে বললে, এই ত্রিনকুলো, একটু ভদ্রভাবে কথা কও! যদি বিদ্রোহী হও তো—সামনের গাছেই ফাঁসি লটবে দেব! এই সহায়হীন দানো আমার প্রজা, তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে এ আমি চাই না!

ক্যালিবান বললে, রাজা, আপনি সত্যিই মহান! আমার আর্জি শুনুন রাজা!

শুনব, রাজার চালে বলে উঠলো স্তেফানো। তুই তাহলে হাঁটু গেড়ে বসে আর্জি পেশ কর! আমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব।

এমন সময় এরিয়েল এসে ঢুকল। আগেকার মতোই সে অদৃশ্য হয়ে আছে তাদের কাছে।

ক্যালিবান বললে, আমি এক অত্যাচারী শাসকের দাস, সে যাদুকর, আমার এই দ্বীপ সে যাদুবিদ্যার মন্তরে কেড়ে নিয়েছে।

এরিয়েল বলে উঠল—মিথ্যা কথা!

ক্যালিব্যান ভাবলে, ত্রিনকুলো কথা বলছে। তাই সে রেগে উঠে বললে, ওরে বানর, তুই মিছে কথা বলছিস! আমার বীর মনিব তোকে এক্ষুনি মেরে ফেললে ভাল হয়। আমি মিছে কথা বলছিনে।

স্তেফানোও রাজকীয় মহিমায় গর্জন করে উঠল, ত্রিনকুলো, যদি কথায় আবার বাধা ঘটাও, তাহলে এই হাত দিয়ে তোমার কয়েকটা দাঁত ফেলে দেব!

ত্রিনকুলো সত্যিই কিছু বলেনি, সে বললে আমি কি করলাম।

বেশ, চুপ করে থাক! আমার প্রজা, তুমি বল!

ক্যালিবান বলতে লাগল, যাদুবিদ্যার মন্তরে এই দ্বীপে ও এসে উঠল, তারপরে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমার রাজ্য। ও এখন মনিব, আপনি যদি এর শোধ তুলতে পারেন—আমি জানি আপনার সে সাহস আছে, ওই লোকটার সে মুরোদ নেই।

তা তো ঠিকই, স্তেফানো মাথা নেড়ে সায় দিলে।

তাহলে আপনি হবেন এ দ্বীপের রাজা, আমি আপনার সেবা করব।

কিন্তু কি করে তা হবে? লোকটার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

হাঁ, পারব। ও যেখানে ঘুমোয়, সেখানেই নিয়ে যাবো। আপনি একটা পেরেক ওর মাথায় ঠুকে বসিয়ে দেবেন। আর কেল্লা ফতে!

এরিয়েল অমনি বলে উঠল, মিথ্যাকথা, তুই পারবি না।

ক্যালিবান ভাবলে, ত্রিনকুলো বলছে, সে তাই বললে, লোকটা কি বোকারে। বেহদ্দ বোকা। রাজা, আপনি ওকে মারুন, ওর হাত থেকে বোতল ছিনিয়ে নিন। ঐ বোতল কেড়ে নিলে, ও শুধু লবণ জল খাবে, আমি ওকে মিঠে জলের ঝরণা দেখিয়ে দেব না।

স্তেফানো রাজার মত গা ঝাড়া দিলে, কিন্তু তাতে নিজেকে আরো হাস্যাস্পদ করলে—

ত্রিনকুলো, আমার বিরাগভাজন হোয়ো না। আর একটি কথা বলে যদি ওকে বাধা দাও, আমার হৃদয় থেকে সব দয়ামায়া চলে যাবে, আমি তোমাকে শুটকি কড মাছের মতোই আছড়ে জান নিকলে দেব।

ত্রিনকুলো ভয়ে ভয়ে বললে, আমি ত কিছুই করিনি। তারচেয়ে আমি দূরে সরে যাই।

স্তেফানো বললে, তুমি বলনি তো ও মিথ্যা কথা বলছে ?

অদৃশ্য এরিয়েল বলে উঠল—তুমি মিথ্যাবাদী।

স্তেফানো গর্জন করে উঠল—কি আমি মিথ্যাবাদী ! ত্রিনকুলোকে ধরে সে মারলে। যদি মার খেতে চাও, আবার ঐ কথা বল !

ত্রিনকুলো কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, আমি তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিনি ! তুমি কি জ্ঞান হারালে ? তার মানে তো বদ্ধ মাতাল হয়েছ। ওরে বেটা সয়তান !

ক্যালিবান ত্রিনকুলোর দশা দেখে হেসে উঠল।

স্তেফানো এবার হুকুম করলে, তোমার গল্প সুরু করে দাও !

ক্যালিবান শুরু করলে,

ঐ লোকটার বিকেলে ঘুমোবার অভ্যাস। ঠিক সেই সময়ে আপনি গিয়ে ওর মাথাটা ছাতু করে দিতে পারেন, তবে যাদু-বিদ্যার পুঁথিখানা আগে কেড়ে নিতে হবে। একখানা কাঠ দিয়ে মাথা ভাঙ্গতে পারেন, আর পেটের নাড়ীভুড়ি বের করে নিতে পারেন ছুঁচোলো কাঠ দিয়ে, আর গলা কাটার হাতিয়ার তো আপনার ঐ ছুরিই আছে। কিন্তু পুঁথি কেড়ে নিতে ভুলবেন না। পুঁথি না থাকলে একবারে অসহায় হয়ে যাবে। কোন জিনকে হুকুম করতে পারবে না ! পুঁথিখানা দখল করেই পুড়িয়ে ফেলবেন। বহু বহু বাসন-কোসন আছে বুড়োর—আর আছে সুন্দরী একটি মেয়ে। বাপ তো মেয়েকে দুনিয়াদারীর তাজ্জব জিনিস মিরান্দা বলে ডাকেন। আমি তো আমার মা ছাড়া মেয়ে-মানুষ দেখিনি, কিন্তু আমার মার চেয়ে ঢের ঢের খাপসুরৎ সে।

খুব খাপসুরৎ নাকি ? স্তেফানো শুধালে।

হ্যাঁগো, রাজা, হ্যাঁ।

তাহলে ওকে মেরেই ফেলব। আমি হব রাজা, আর ওর মেয়ে হবে এই দ্বীপের রাণী। ত্রিনকুলো আর তুমি হবে মন্ত্রী। ত্রিনকুলো—পরিকল্পনাটি কেমন ?

চমৎকার। খাসা।

স্তেফানোর আর ত্রিন্কুলোর উপরে রাগ নেই। রাগ জল হয়ে গেছে। সে বললে, এসো দোস্ত, হাতে হাত দাও! তোমাকে মেরে দুঃখ পেলাম, কিন্তু এখন কথা মনে রাখবে, এখন থেকে সামলে কথা বলবে।

ক্যালিবান বললে, আর আধঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন সাব্ড়ে দেবেন?

হ্যাঁ, তখন।

এরিয়েল অদৃশ্য থেকে একথা শুনল, সে এই খবর দেবে প্রস্পা-রোকে। ক্যালিবান তো আহ্লাদে আটখানা। সে বলে উঠলো, আমার কি আনন্দ! আসুন ফ্ র্তি করি। আপনারা গান গাইবেন তো?

নিশ্চয়ই, স্তেফানো বলে উঠল, তোমার অনুরোধে কাজ করব, আর সে কাজ তো গান, ত্রিন্কুলো এসো!

দুইজনে গান জুড়ে দিলে,

ঠাট্টা কর, কাছে ঘেঁসতে দিওনা

ঘেঁসতে দিওনা, বিদ্রূপ কর!

আমার যা খুশী তা করব!

কিন্তু এ গানে ক্যালিবান খুশী নয়, সে বললে এতো আসল সুর নয়!

এরিয়েল অদৃশ্য থেকে সেই মাতালের গানটা বাঁশীতে বাজালো।

ওকি? স্তেফানো অবাক হয়ে গেল।

ত্রিন্কুলো বললে, ওতো আমাদেরই সেই সুর।

স্তেফানো বলে উঠল; যদি মানুষ হওতো দেখা দাও, আর সয়তান হওতো যা খুশী রূপ ধরে আসতে পার।

ত্রিনকুলো ভয়ে অভিভূত, সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে কিন্তু স্তেফানোর সাহস উপে যায়নি। সে বললে,

মৃত্যু তো প্রকৃতির দেনা শোধ। আর মরার চেয়ে বেশী আর কি ঘটতে পারে? আমি ভয় পাইনি।

কিন্তু মাতালের খেয়ালে কথাটি বললে বটে, পরমুহূর্তেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো।

ক্যালিবান তাকে আশ্বস্ত করে বললে, ভয় পাবেন না। এমনি শব্দ এই দ্বীপে হামেসা হয়। কোন ক্ষতি করে না। কখনও বা একগাদা বাজনা বেজে ওঠে, কখনো ও ঘুমপাড়ানি গানে আমার ঘুম পায়। স্বপ্নে মনে হয়, মেঘ দু'ভাগ হয়ে গেল, আর মণিমাণিক্য ঝুরঝুর করে পড়বে। তার পরেই জেগে উঠে দেখি সব ফাঁকা। আবার সেই স্বপ্ন দেখতেই চাই।

স্তেফানো বললে, বাঃ বেশ রাজ্যটি তো! এখানে পয়সা না খরচ করে এমন বাজনা শোনা যাবে।

ক্যালিবান বললে, কিন্তু প্রস্পারোকে মারলে তবে তো এসব পাবেন।

স্তেফানো লজ্জা পেল। সে বলে উঠল, এখুনি হত্যা করব তাকে! কি যেন বলছিলে ওর বিকালে ঘুমোনো অভ্যেস।

ত্রিনকুলো শুনছে বাজনা, বাজনা দূরে চলে যাচ্ছে। সে বললে, ঐ বাজনা লক্ষ্য করে চল। শুনতে শুনতে খুন-খারাবির বিপদের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

চল, চল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল! স্তেফানো বলে উঠল। আহা, ঐ অদৃশ্য বাজনাদারকে যদি দেখতে পেতাম! আচ্ছা বাজায় বটে!

তৃতীয় দৃশ্য

আবার দ্বীপের অন্যদিকে এলাম আমরা। এতক্ষণ লস্কর আর খানসামার দৃশ্য দেখেছি, এবার এলাম অভিজাতদের কাছে। এখানেও পাপ-স্রোত বয়ে গেছে। ওখানে যা ছিল হাস্য-পরিহাসে তরল, এখন তা ষড়যন্ত্রের আবহাওয়ায় ঘন হয়ে উঠেছিল। ব্যর্থতাও সে-গুমাট কাটিয়ে দিতে পারেনি।

য়্যালোনসো আর তাঁর পরিষদবর্গ দ্বীপে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

গঞ্জালো বললেন, আর চলতে পার্চ্ছিনে। বুড়ো মানুষ, পায়ে ব্যথা ধরে গেল। আপনাদের অনুমতি হলে আমি একটু জিরিয়ে নেব।

য়্যালোনসো বললেন, একা আপনার নয়, আমারও ক্লান্তি এসেছে। আসুন, আমরা এখানে বসি! আর তো পুত্রের আশা করবোনা, মিথ্যা আশায় ভুলবোনা। সে জাহাজ ডুবিতে মারা গেছে। আমরা তীরে খুঁজছি, আর সাগর হাসছে আমাদের সন্ধানে।

আন্তোনিয়ো সেবাস্তিয়ানকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন ওঁর আশা নেই এতে আমি খুশী। আপনারা আশা ছাড়বেন না।

সেবাস্তিয়ান বললেন, আমরা আবার সুযোগ এলে ছাড়বনা! তার পূর্ণ ব্যবহার করব।

আজই রাতে করতে হবে। ওরা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, ওরা আজ আর সতর্ক থাকতে পারবে না।

হ্যাঁ আজ রাতেই শেষ করতে হবে। আর বিলম্ব নয়!

এমন সময় অদ্ভুত বাজনা বেজে উঠল।

য়্যালোনসো বললেন, আহা কি সুন্দর বাজনা! আপনারা শুনুন! চমৎকার! গঞ্জালো বলে উঠলেন।

এমন সময় প্রস্পারো ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে থালায় থালায় খাবার নিয়ে কতকগুলি অদ্ভুত জীব। প্রস্পারো অদৃশ্য, কিন্তু এরা দৃশ্যমান। এরা এসে রাজাকে অভিবাদন করে ইসারায় জানিয়ে দিল খাবার কথা। তার-পরে মিলিয়ে গেল।

য়্যালোনসো বলে উঠলেন, এরা কারা? এদের কি ঈশ্বর পাঠালেন আমাদের প্রাণ বাঁচাতে?

সেবাস্তিয়ান বললেন, এদের দেখে তো কাঠের পুতুল বলে মনে হয় না। এরা মূক অভিনয় করে। উপকথার জীব অর্ধ নর-অশ্বের কথা তো আর অবিশ্বাস করব না!

আন্তনিয়ো বললেন, পরিব্রাজকদের কথাও আর অবিশ্বাস করব না! মুর্খরা তো গৃহবাসী হয়ে থেকে তাদের অবিশ্বাস করে।

গঞ্জালো বললেন, একথা যদি নাপলীতে বলি, তারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? যদি বলি, এক দ্বীপের অধিবাসীদের দেখছি—কিম্ভুত তাদের আকৃতি—কিন্তু তারা দয়ালু, ভদ্রতা জানে। তাদের মতো ভদ্রতাজ্ঞান মানুষের মধ্যেও দুর্লভ। কেউ তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

প্রস্পারো নিজের মনে বললেন, হে সজ্জন, আপনি সত্য কথাই বলেছেন, আপনাদের মধ্যে এখানে এমন লোক আছে যারা সয়তানেরও অধম।

য়্যালোনসো বললেন, আশ্চর্য—এরা ইঙ্গিত করে—কিন্তু ইঙ্গিতে ফুটে ওঠে অর্থ!

প্রস্পারো আপন মনে বললেন, আগে পরিণতি দেখুন রাজা, তারপর প্রশংসা করবেন।

আর একজন সভাষদ বললেন, রহস্যজনক ভাবে ওরা মিলিয়ে গেল!

সেবাস্তিয়ান বললেন, যাক না, খাবার তো রেখে গেছে। আমরা তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারি—আমাদের তো পাকস্থলী ক্ষুধায় জ্বলছে। আপনারা কি দয়া করে শুরু করবেন?

আমি তো নয়, য়্যালোনসো বললেন।

না, না, গঞ্জালো জানালেন, ভয় পাবেন না মহারাজ, আমাদের ছেলেবেলায় কিম্ভুত আকৃতির পাহাড়ী মানুষের গল্পে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন তো জানি, যত সদাগর তরী ভাসিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছেন তাঁরা আমাদের এসব কথা বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন।

আলোনসো বললেন, বেশ আমি খাব! আপনারাও শুরু করুন!

এমন সময় ঘোর রবে গর্জন করে বজ্র, বিদ্যুৎ চমকাল। এরিয়েল

তার পাখার ঝাপটা মারলে ভোজ্যবস্তুর উপর, আর এক নিমিষে উধাও হয়ে গেল খাবারের থালা।

এরিয়েল-এর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

তোমরা তিনজন, তিন পাপী তোমরা! নিয়তি তোমাদের টেনে এনেছে এখানে। সাগর তোমাদের উগরে দিয়েছে এই দ্বীপে। এখানে তো মানুষ থাকে না, আর তোমরা তো লোকালয়ে বাসের যোগ্য নও! আমি তোমাদের পাগল করে তুলেছি—আর পাগলামির সময় মানুষ তো মানুষ থাকে না, তার গলায় দড়ি দেয়, নয় তো ডুবে মরে।

আন্তনিয়ো, সেবাস্তিয়ান এবং অন্যান্য সভ্যরা খাপ থেকে তরবারী খুলে ফেললেন।

হেসে উঠল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর :

ওরে মূর্খের দল। কেন খাপ থেকে খুললে তলোয়ার? যাদুর মায়ায় ঐ তলোয়ারগুলি তো এখন শক্তিহীন। আমরা নিয়তির অনুচর-অনুচরী—আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করতে এসেছি। তোমরা তো ঐ তলোয়ার দিয়ে শুধু প্রচণ্ড বাতাসের গায়ে বিদ্ধ করে দিতে পারবে, তোমাদের আঘাতে সাগরের তরঙ্গকে আহত করতে পারবে। আর সে আহত হয়েও আবার জুড়ে যাবে আমার পাখা ঝাপটানিতে। আমার সাথীদের তো পারবে না আহত করতে। যদি আহত করতে সমর্থও হও, ঐ তরবারী তো তুলতে পারবে না। ভারী হয়ে গেছে তরবারী। কিন্তু মনে কর সেদিনের কথা—যেদিন প্রস্পারোকে মিলান থেকে নির্বাসিত করেছিলে, তাঁকে আর তাঁর কন্যাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলে ভগ্নতরীতে সাগরে! তাই তো জাহাজডুবি হল। মনে রেখ, অদৃশ্য শক্তি এই নীচ বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলে যায় নি, শুধু শাস্তি রেখেছিলেন জমা করে। সমুদ্র বালুবেলাকে এখন উত্তাল করে তুলেছে, আমরা সবাই এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। য়্যালোনসা, তোমার পুত্র থেকে তুমি বঞ্চিত

হয়েছ। এই অদৃশ্য শক্তির হাত থেকে তো তুমি অব্যাহতি পাবে না।

এরিয়েল অদৃশ্য হয়ে গেল, বজ্র গর্জন করে উঠল, আবার মৃদু বাদ্য শোনা গেল।

আবার এল কিম্ভুত জীবের দল, খাবার টেবিলটি নিয়ে চলে গেল।

প্রস্পারো বললেন, এরিয়েল তুমি আমার হুকুম-মতো কাজ করেছ। আর আমার দাসের দলও আজ্ঞা পালন করেছে। আমার যাদুশক্তি উত্তম ফল দেখিয়েছে, আমার শত্রুরা স্তব্ধ—ওরা নিশ্চল, নিথর—ওদের শক্তি আর নেই—এখন উন্মাদ। আমার ইন্দ্রজালের ওরা অধীন।

প্রস্পারো অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গঞ্জালো এবার বললেন য়্যালোনসকে, কি দেখছেন মহারাজ? কেন আপনার ঐ শূন্য দৃষ্টি?

য়্যালোনসো আপন মনে বললেন, এ তো অলৌকিক, অদ্ভুত! আমার মনে হল তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে প্রস্পারোর নাম, বজ্র গর্জন করে উঠছে, তাতে ধ্বনিত হচ্ছে তার নাম। আর বজ্রের গর্জনে তাঁর প্রতি অবিচারের কথা ব্যক্ত হচ্ছে। আর তো তিল -মাত্র সন্দেহ নেই—আমার পুত্র জলমগ্ন, সমুদ্রের অতল তলে কর্দম-শয্যায় সে শুয়ে আছে। আমাকে তার সন্ধানে ঐ সাগরের অতলে যেতে হবে, ওরই সঙ্গে আমি একই শয্যায় শয়ন করব!

সেবাস্তিয়ান গর্জন করে উঠল, আসুক, শয়তানের দল আসুক—একে, একে তাদের সকলের সঙ্গে আমি লড়াই করব।

আন্তনিয়ো বললেন, আর আমি হব আপনার সহকারী।

গঞ্জালো বললেন, ওরা উন্মাদ! ওদের মহাপাপের বিষ ক্রিয়া শুরু করেছে মনে, তাই দংশন শুরু হয়েছে। আত্মা ক্ষত-বিক্ষত। যারা তরুণ আছো, ছুটে যাও—ওদের উন্মত্ততা থেকে বাঁচাও! ওরা যেন আরো উন্মত্ত হয়ে সর্বনাশ না ঘটায়।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

আবার দ্বীপের অপর প্রান্তে আমরা এলাম। এই প্রস্পারোর গুহার সম্মুখে যে মধুর দৃশ্য ঘটেছিল, আবার তারই রেশটুকু ফিরে পেলাম। এখানে ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া নেই। এখানে মিলনের আবহাওয়ায় মধুর হয়ে আছে পরিবেশ। আর প্রেমের পরীক্ষা শেষ। প্রস্পারোও আর সেই কঠিন-কঠোর পিতারূপে দেখা দেননি। তিনি এখন সে ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছেন, এখন তিনি স্নেহময় পিতা। তাই তিনি ফার্দিনান্দকে বললেন, তোমাকে শাস্তি দিয়েছি, কিন্তু তার যে ক্ষতিপূরণ করলাম, তার তো তুলনা মেলে না। আমার জীবনের সার অংশকে তুলে দিলাম তোমার হাতে। সেই তো আমার জীবনের সব, আমার কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর যুবক, তোমাকে যে দণ্ড দিয়েছি, সে তো আমার কন্যার প্রতি তোমার ভালবাসার পরীক্ষা—আর সে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন ঈশ্বরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার এই অমূল্য নিধিকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। ফার্দিনান্দ, ওর গুণ ব্যাখ্যান করছি বলে হেসো না, ও আমার গর্ব, তুমি নিজেই দেখবে—ও সব প্রশংসার অতীত, আরো প্রসংসা-ধন্যা হবারই ও যোগ্য।

যদি ভবিষ্যৎবাণীও বিরুদ্ধে বলে, তবু আমি একথা বিশ্বাস করব—ফার্দিনান্দ বললেন।

তাহলে নাও, গ্রহণ কর আমার এ উপহার, আর গ্রহণ কর তোমার শ্রমের এই পুরস্কার। কিন্তু বিবাহের পবিত্র বন্ধনের পূর্বে

যদি তার সতীধর্ম তুমি নষ্ট কর, তাহলে দেবতারা তো তোমাদের এই বিবাহে আশীর্বাদ করবেন না, বরং তেমাদের বিবাহিত জীবন ঘৃণায়, তিক্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অনুর্বরা হবে সে জীবন, বন্ধ্যা হবে, আসবে ঘৃণা, আর তারই ফলে এমন বিরক্তি দেখা দেবে যাতে তোমাদের দাম্পত্য শয্যা কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠবে—তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করবে। তাই মনে রেখো, বিবাহের-দেবতার আলো তোমাদের পথ দেখাবে, তাঁর নির্দেশ অনুসারেই কাজ করবে।

ফার্দিনান্দ উত্তর দিলেন, আমি এই সুখের দিনটিরই আশা করেছিলাম।

আমি কামনা করছি, মন্ত্রপূত আইন-সিদ্ধ বিবাহের সুন্দর সন্তান আর দীর্ঘ জীবন—আমাদের সে প্রেমময় জীবনে প্রেম তো কখনো কিছুতেই হ্রাস পাবে না। যদি অন্ধ গুহাবাসী হতে হয়, যদি ভীষণ প্রলোভন আসে, তবুও তো আমি কামের কাছে নিজেকে সঁপে দেব না। আর অবৈধ-প্রেমে আমার বিবাহের লগ্নটিকে কলঙ্কিত করে দেব না। পাপচিন্তায় অধীর হয়ে আমি তো একথা কখনো ভাবব না যে, সূর্যের রথের অশ্ব খঞ্জ হয়ে গেছে, নয় তো তাকে পাতালে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, সে আর উদয় হবে না। আমি তো পবিত্র প্রেমের পূজারী, আর চিরদিন তাই থাকব।

প্রস্পারো বললেন, সুন্দর কথা বলেছ যুবক। তুমি বস, ওর সঙ্গে আলাপ কর! ও তো তোমার।

এবার অসহিষ্ণু হয়ে প্রস্পারো এরিয়েলকে ডাকলেন—এরিয়েল আছ! এরিয়েল, আমার আজ্ঞাবহ, আমার পরিশ্রমী দাস!

এরিয়েল ডাক শুনে হাজির হল!

আমার পরাক্রমশালী প্রভু, কি আপনার আজ্ঞা? এরিয়েল বললে।

তোমাদের কাছে আমি ঋণী। আর একটি কাজ তোমার করতে হবে, যাও, তোমার অনুচরদের ডেকে আন, তাদের কাজে লাগিয়ে দাও! আমি আমার ইন্দ্রজালের শক্তি দেখাব এই নব-দম্পতিকে। ওদের আনন্দের জন্যই আমার শক্তি ব্যবহৃত হবে।

এরিয়েল বললে, যো হুকুম! এখুনি কি করতে হবে প্রভু?

হাঁ, এখুনি, চোখের নিমিষে।

এরিয়েল বলে উঠল,

> 'আস', যাও', বলার আগে
> উচ্চারণ করার আগে
> সবাই এসে জড়ো হবে
> এক পায়ে দাঁড়াবে
> আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।
> মুখ ভঙ্গী করবে
> মুখ ভঙ্গী করবে।

প্রভু আপনি আমাকে ভালবাসেন? নিশ্চয়ই বাসেন। তাই না?

হ্যাঁ, এরিয়েল, ভালবাসি। না ডাকলে আমার কাছে এস না।

যো হুকুম।

এরিয়েল চলে গেল।

প্রস্পারো এবার ফার্দিনান্দকে বললেন, মনে রেখো, কামনার শিখার কাছে সবচেয়ে বড় শপথও বিসর্জিত হয়। সংযত হবে, নইলে বিবাহের শপথ তো ভেঙ্গে যাবে।

ফার্দিনান্দ উত্তর দিলেন, আমি তো আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। আমার কুমারের নিষ্পাপ পবিত্রতা তো আমার সব কামনাকে জুড়িয়ে দেবে।

ভাল, ভাল! এরিয়েল, এবার এস! ফার্দিনান্দকে বললেন, এবার তোমরা দেখবে অপূর্ব যাত্নুর খেলা। চুপ চুপ!

মৃত্নবাগু বেজে উঠল। এক আলোকে ভরে গেল চারিদিক, —রামধনুর দেবী আইরিস এসে প্রবেশ করলেন।

রামধনুর দেবী এসে বললেন, এস পৃথিবীর দেবী সেরেস, প্রাচুর্যদায়িনী এস! তুমি স্বর্গের রাণী—আমি রামধনু তোমার দূতী। এস তোমার উর্বর ভূমি ছেড়ে —সেখানে যব, গম, ছোলায় শস্যশ্যামল হয়ে আছে প্রান্তর, পর্বতের উপত্যকায় চরে বেড়ায় মেষ, আর নদীতীরে যেখানে পিওনি আর গাঁদা আর তুলিপ ফুলে ছেয়ে আছে। তোমার আজ্ঞায় এপ্রিল তো ফুল ফুটিয়ে তুলেছে— নিষ্পাপ বনদেবীর দল আসে সেখানে, ফুল ছিড়ে ছিড়ে গড়ে ফুলের শিরোপা। আবার আছে কুঞ্জবন, তার ছায়ায় প্রত্যাখাত প্রেমিক তার মনের বিষণ্ণতায় আশ্রয় খোঁজে, আছে আঙুর বাগিচা, সেখানে দণ্ড আঁকড়ে ধরে লতিয়ে ওঠে লতা, আছে—প্রস্তরময় বালুবেলা—সেখানে তুমি এসে দাঁড়াও মুক্তবায়ু সেবনের জন্য। দেবরাজ্ঞী জুনোর আদেশে তুমি এখানে এস? তাঁর ময়ূর-রথ এখানে এই মুখোস নাটকের অভিনয়ে তাঁকে নিয়ে আসছে।

সেরেস শস্যের দেবী—এস—এস—দেবরাণীকে সম্ভাষণ জানাও —স্বাগত জানাও!

শস্যের দেবী ধরিত্রীমাতা সেরেস এসে আবির্ভূতা হলেন।

তিনি এসেই বললেন, ওগো বিচিত্র বর্ণের দূতী—ইন্দ্রানী জুনোর তুমি তো চির-আজ্ঞাবাহিনী দূতী। তুমি তোমার বিচিত্র পাখা থেকে নবীন বৃষ্টিধারা ঝরিয়ে দাও আমার ফুলে ফুলে, তোমার নীলধনু দিয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত স্পর্শ কর, প্রান্তর, বন ছেয়ে যায়, আমার নগ্ন পাহাড়ের উপর তোমার ধনু তার ছায়া ফেলে। মনে হয় সে যেন আমার পৃথিবীর অলঙ্কার। আজ তোমার রাণী আমাকে কেন ডেকেছেন এখানে—এই শস্য শ্যামল কুঞ্জে?

আইরিস বললেন, জান না, আজ যে ভালবাসার জাগরণ, আজ যে বিয়ে! আজ তো এই বিবাহলগ্নে এই সুখী দম্পতিকে উপহার দিতে হবে। প্রকৃত ভালবাসার সম্মান দেখাতে হবে।

সেরেস বললেন, ওগো ইন্দ্রধনু, বল তো, প্রেমদেবী-ভেনাস আর তাঁর পুত্র কিউপিডও কি দেবরাজ্ঞীর সেবক-সেবিকা হয়ে আছেন? ওরা তো সেই মৃত্যুরাজ প্লুতোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার কন্যা প্রসারপিনাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন পাতালে। তাই তো আমি ভেনাস তার অন্ধ ছেলে কিউপিডের সংস্রব ত্যাগ করেছি।

আইরিস বললেন, আমি তোমাকে বলতে পারি, ভেনাসের সঙ্গে তোমার এই মায়াদ্বীপে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমি দেখেছি, ভেনাস তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘুঘু-পাখীর রথে চলেছেন পাতালের দিকে। এখানে একটু চাতুরী খেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। বিবাহের আগে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকা মিলতে রাজী হয়নি। আর তাই বনদেব মার্সের প্রিয়া ভিনাস নিরাশ হয়ে নিজের দ্বীপে ফিরে গেছেন, আর তাঁর ছেলেটি ব্যর্থ হয়ে ধনুক আর তীর টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছে, আর সে কামোন্মত্ত প্রেমের বীজ মানুষের বুকে আর বুনে দেবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি এখন একেবারে সুবোধ বালকটি হয়ে আছেন, এখন আর প্রেম কি বোঝেন না, নিজের পাখীদের নিয়ে তিনি খেলায় মত্ত।

সেরেস বলে উঠলেন,

ঐ যে আমাদের রাণী জুনো এলেন! ওঁর রথের শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি।

জুনো এসে প্রবেশ করলেন।

ওগো বোন সেরেস, কেমন আছ? তোমরা কি দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে এলে? এস—আমার সঙ্গে ওদের আশীর্বাদ কর,

ওরা যেন বিবাহিত জীবনে সুখী হয়, ওদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যেন সুখে থাকে !

ওঁরা গান গাইতে লাগলেন—

সম্মান, ধনদৌলত আর বিবাহিত জীবনের সুখ

দীর্ঘ হোক—স্থায়ী হোক !

এই আশীষ তোমাদের চিরদিন ঘিরে থাকুক !

প্রতি প্রহরে সে আনন্দ দিক, জুনো, দেবরাজ্ঞী জুনো

তোমাদের এই অশীর্বাদ করলেন।

সেরেস বললেন—পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ কর তোমরা।

খামার ভরে উঠুক, ভাণ্ডার পূর্ণ হোক।

আঙুর লতায় লতায় গুচ্ছে গুচ্ছে আঙুর ফলুক,

আনত হয়ে পড়ুক ফলে ফলে।

শীত তো আসবে না।

আসুক বসন্ত হেমন্তের ফসল কাটার পরে

আর সে যেন বহুদিন পরে চলে যায়।

তোমাদের যেন অভাব না হয়, যেন দুঃখ না আসে।

সেরেস সেই বরই দিলেন তোমাদের।

ফার্দিনান্দ বললেন, এতো অপূর্ব দৃশ্য! ইন্দ্রজালের কি চমৎকার সৃষ্টি! একি ওই অশরিরীদের দান।

হ্যাঁ, এ তাদেরই সৃষ্টি। আমি তাদের আমার ইন্দ্রজালের শক্তিতে ডেকে এনেছি তাদের বন্দীদশা থেকে—তারা এই নাটিকায় অভিনয় করছে।

ফার্দিনান্দ বলে উঠলেন, আহা, এইখানে চিরদিন থাকতে আমার সাধ। আমার পিতা প্রস্পারো এমন আশ্চর্য ঘটন ঘটাতে

পারেন, আর আমার স্ত্রী তো অপূর্ব বিস্ময় মিরান্দা—এরাই তো এই নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপকে স্বর্গ করে তুলতে পারেন।

জুনো আর সেরেস কি বলাবলি করে আইরিসকে কোথায় পাঠিয়ে দিলেন।

এবাব চুপ কর! প্রস্পারো বললেন, ঐ দেখ জুনা আর সেরেস কি বলাবলি করছেন। এখনি কিছু ঘটবে, কারা বোধ হয় আসবে—চুপ চুপ, শব্দ করলে মায়া মিলিয়ে যাবে।

আইরিস বললেন, জলবালা গো, তোমরা এস! তোমরা তো আঁকাবাঁকা নদীর স্রোতে থাক, শ্যাপলার মুকুট পর মাথায়, পবিত্র তোমরা। আমি কলনাদী নদীতীর থেকে তোমাদের ডেকে আনছি এই শ্যামল ভূমিতে। জুনোর এ আজ্ঞা! এস এস, জলবালারা, তোমরা এস, আনন্দ করতে এস! এই পবিত্র বিবাহের আনন্দ করতে এস! দেরী করো না।

একজন বনদেবী এসে দেখা দিল। সে শস্যকর্তনকারিণীর বেশে এসে দেখা দিয়েছে।

আইরিশ তাকে সম্ভাষণ জানালেন, এস! সূর্যতপ্ত, সূর্যদগ্ধ তুমি, আগস্টের খর-রৌদ্রে তুমি ক্লান্ত। এস, এস, এস! ফসল কাটা তো শেষ, কর্ষিত ভূমি থেকে তো এসেছ দেবী—এস—উৎসবে যোগ দাও! আনন্দ উপভোগ কর! আর এদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দাও!

আবার ক'জন দেবী এসে উদয় হলো। তাদের সকলেরই শস্যকর্তনকারিণীর বেশ। তারা জলবালাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল। সবাই উপভোগ করছেন। প্রস্পারো হঠাৎ চমকে উঠে কি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা নাচ বন্ধ করল।

প্রস্পারো আপন মনে বললেন, আমি তো ক্যালিবান আর তার দুষ্কর্মের সহযোগীদের কথা ভুলে গেছলাম। ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়। ওরা এখুনি আঘাত হানবে। যাও, তোমরা যাও!

পরীরা মিলিয়ে গেল।

ফার্দিনান্দ শুনতে পাননি প্রস্পারোর কথা। তিনি তাই অবাক হলেন। তার মনে হল, প্রস্পারো উত্তেজিত। তিনি মিরান্দাকে বললেন, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! মনে হয়, উনি উত্তেজিত।

আমি তো এমন উত্তেজিত ওঁকে দেখেনি, মিরান্দা বললে।

প্রস্পারো বুঝতে পারলেন, তার এই উত্তেজনা ওরা টের পেয়েছে। তাই তিনি বললেন, পুত্র, তুমি বোধহয় ভয় পেয়েছ। আমাদের আনন্দ উৎসব শেষ। যারা নাটিকায় ভূমিকা নিয়েছিল, তারা সবাই অশরিরী। তারা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। এই মুখোস-নাটিকার মতোই তোমরা যা দেখছ, এশুধু বাইরের দেখা, এখানে বাস্তব নেই। এখানে মেঘচুম্বী মিনার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, রাজপ্রাসাদ, মন্দির দেখা যায়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এখানে দেখতে পার, এমন কি যেসব মানুষ যুগযুগান্তর ধরে এই সব ভোগ করেছে, তাদেরও দেখা যাবে কিন্তু এরা সবাই মায়া—মিলিয়ে যাবে এই মায়ানাটকের কুশীলবের মতো। কোন চিহ্ন থাকবেনা। একটু মেঘ থাকবেনা আকাশে। আমরা তো স্বপ্নের মতোই স্বপ্ন দিয়ে গড়া—শাশ্বত বাস্তব তো আমরা নই। আমাদের এই ক্ষণিকের জীবনের বৃত্ত যখন পূর্ণ অঙ্কিত হবে, তখন তো আসবে নিদ্রা। আমি একটু বিচলিত। আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর! এ বার্ধক্যের দুর্বলতা। তোমরা যদি চাও তো আমার গুহায় গিয়ে বিশ্রাম করতে পার। আমি একটু পায়চারী করে আমার উত্তেজনা উপশম করব।

ফার্দিনান্দ আর মিরান্দা চলে গেল গুহা-অভ্যন্তরে, এবার এরিয়েলকে ডাকলেন প্রস্পারো—

আয় এরিয়েল আয়!

এরিয়েল এসে হাজির হল।

কি আজ্ঞা?

এবার ক্যালিবানকে ব্যর্থ করতে হবে। প্রস্পারো বললেন,—

আমি সেরেসের বেশে আপনাকে এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হবেন বলেই বলিনি।

ওই হীন দাসদের কোথায় রেখে এলি? প্রস্পারো শুধালেন।

এরিয়েল জানলে, তারা এখন বেহুঁস মাতাল, এমনই বীরত্ব তাদের,—ঘুষি মারছে বাতাসে, পা দাপাচ্ছে কিন্তু তবু খুনের কথা ভোলেনি। আমি ঢাক বাজাতে শুরু করে দিলাম, আর বাজনা শুনে আনকোরা ঘোড়ার মতো ওরা কান খাড়া করে রইল, চোখের পাতা খুলে ফেললে। আমি এমনভাবে ওদের মায়ামুগ্ধ করে দিলাম, বাছুরেরা যেমন গাভী-মাকে অনুসরণ করে, ওরা তেমনি কাঁটা ঝোপ আর আগাছার বন ঠেলে গানের পিছু পিছু আসতে লাগল। আমি ওদের পচা পুকুরের পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি। ওরা এমন তোলপাড় শুরু করেছে যে, পুকুরের দশা আরো খারাপ।

প্রস্পারো তারিফ করে বললেন, বাঃ বেশ করেছ! এখনো অদৃশ্যই থাক, আর শোন—আমার গুহায় যে মূল্যবান বেশভূষা আছে নিয়ে এস, সেগুলি ঝুলিয়ে দাও—ওরা তারই প্রলোভনে এই ফাঁদে এসে ধরা দেবে।

আমি যাচ্ছি হুজুর।

এরিয়েল চলে গেল।

প্রস্পারো বললেন, ক্যালিবান সয়তান স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। তাকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু মসৃন জিনিসের উপর যেমন জল গড়িয়ে পড়ে, তেমনি হয়েছে। একটুও শিক্ষা পায়নি! আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আর বয়সের সঙ্গেসঙ্গে ওর কুৎসিত রূপ আরো কুৎসিত হচ্ছে, মনও তেমনি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমি ওদের কঠোর দণ্ড দেব, ওরা চিৎকার করে উঠবে যন্ত্রণায়।

এরিয়েল মূল্যবান বেশভূষা নিয়ে এসে দড়িতে টাঙিয়ে দিলে। এবার প্রস্পারো আর এরিয়েল যাদুবিদ্যার সাহায্যে অদৃশ্য হয়ে

রইলেন। এরই মধ্যে ক্যালিবান, স্তেফানো আর ত্রিনকুলো প্রবেশ করল। এদের সর্বাঙ্গে কাদা, ভিজে গেছে পোশাক।

ক্যালিবান বললে, আস্তে আস্তে আসুন! প্রস্পারো গুহায় কাণা ছুঁচোর মত পড়ে আছে। কিন্তু ছুঁচোর মতই তার কান খাড়া। ওর গুহার কাছে এসে গেছি।

স্তেফানো বললে, কিন্তু তোমাদের পরীরা সরল নয়; আমাদের সঙ্গে চাতুরি খেলছে। তারপরে রাজার চালে বললে, মনে রেখো যদি আমাকে চটিয়ে দাও—

তোমার প্রাণদণ্ড হবে, ত্রিন্‌কুলো যোগ দিলেন।

ক্যালিবান বললে, মনিব একটু দয়া করুন! একটু সবুর—এমন জিনিস দেব যাতে সব দুর্ঘটনা আর কষ্ট মিলিয়ে যাবে। একটু ফিসফিস করে কথা বলুন। এখানে এখন যেন দুপুর রাত।

ত্রিন্‌কুলো বললে, কিন্তু বোতলটা যে পুকুরে ফেলে এলাম, তাতো আর তুলতে পার্চ্ছিনা। এতো চরম ক্ষতি হল।

পচাপুকুরে ডোবার চেয়েও শাস্তি। এ শাস্তি তো পূরণ হবে না। এতো পরীর করুণা।

স্তেফানো বললে, আমার বোতল আমি ডুব মেরে উদ্ধার করে আনব।

ক্যালিবান বললে, রাজা একটু সবুর করুন। এই গুহার মুখ, ঢোকার সময়ে শব্দটি করবেন না। খুনটুন চটপট করে ফেলবেন আর তাতে এদ্বীপের রাজা হবেন, আমার সেবা পারবেন।

স্তেফানো বললেন, আমার হাতটা চেপে ধর! আমার মনে হত্যার সংকল্প জাগছে।

ত্রিনকুলো হঠাৎ মহামূল্য বেশভূষা দেখে বললে, রাজা, রাজা, দেখ কি সুন্দর বেশ!

ক্যালিবান বললে, এই বোকামি কোরোনা। ওগুলো বাজে জিনিস!

ত্রিনকুলো বললে, বেটা বোকা তোর যেমন বুদ্ধি! কি বাজে আর কি দামী আমরা যেন জানিনে! রাজা দেখ!

স্তেফানোর পোশাক দেখে লোভ হল, সে বললে, ত্রিনকুলো ঐ পোশাকটি টেনে নামও! আমি ওটা পারব।

ত্রিন্‌কুলো বললে, যো হুকুম!

ক্যালিবান বললে, উঃ! এই হাঁদাটাকে সেঁতে ধরেনা কেন? যত বাজে জিনিসের উপর লোভ। কাজটা আগে শেষ করি। ও জেগে উঠলে, এখুনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে।

চুপ! স্তেফানো চোখ রাঙালো। সে এবার তারটাকে উদ্দেশ্য করে বললে,

ওগো তার—তোমার অনুমতি নিয়ে আমি আমার সম্পত্তি তুলে নেব।

এই বলে সে একটা পোশাক টেনে নিলে। ত্রিন্‌কুলোও পোশাক টেনে নিয়ে বললে,

আরো নেওয়া যাক, আসুন, আসুন রাজা, আইন-মাফিক আমরা যত পারি চুরি করি।

স্তেফানো বললে, বাঃ বেশ রসিকতাটি করছ? এর জন্যেই এই খেলাৎ তোমাকে দিলাম। আইন মাফিক, রীতি মাফিক চুরি—এমন চমৎকার কথা! নাও, এই নাও খেলাৎ!

ওরে গোলাম, এবার এসে হাত সাফাই কর।

ক্যালিবান বললে, আমি ওসব ছোঁবোনা! সময় নষ্ট হচ্ছে, শেষে সবাই নেকড়ে বা বাঁদর বনে যাই আরকি!

ওরে দানো, হাত লাগিয়ে দে! যেখানে মদের পিঁপে রেখেছি, সেখানে এই পোশাকগুলো নিয়ে যা—নইলে রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করে দেব।

এর মধ্যে শিকারীদের শিঙার শব্দ শোনা গেল। শিকারী কুকুরের বেশে আত্মারা প্রবেশ করল। প্রস্পারো আর এরিয়েল ও আছে।

প্রস্পারো বলে উঠলো একজন শিকারী কুকুরের উদ্দেশ্যে, ওরে পাহাড়ী।

এরিয়েল আর একটা কুকুরকে ডাকল, ওরে ফিউরী—ওরে ছো ছো—লে—লে !

প্রস্পারোর আজ্ঞায় শিকারী কুকুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল, ওরা পালাচ্ছে ভয়ে।

প্রস্পারো বললেন, ওদের তাড়া করে নিয়ে যাক শিকারী কুকুরের দল। এখন তো শত্রু আমার করতলায়ত্ত, আমার দয়ার উপর তারা নির্ভর করে আছে। আর তো দেরী নেই ! আমার কাজ শেষ হবে, এরিয়েল তুমি পাবে পূর্ণ স্বাধীনতা। শুধু আর একটু সময় আমার আজ্ঞা মেনে চল, আমার কাজ কর।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আর্তনাদ উঠেছে ত্রিমূর্তির। শিকারী কুকুর তাড়া করছে। তারপর রঙ্গমঞ্চে নেমে এসেছিল যবনিকা। এবার যবনিকা উঠল। সেই গুহার সম্মুখভাগ। মায়া-আঙরাখা পরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রস্পারো, আর আছে এরিয়েল।

প্রস্পারো বললেন, এরিয়েল, আমার পরিকল্পনার তো এখন পরিণতি আসন্ন. আমার যাদুশক্তি তো ব্যর্থ হয়নি ; আমার অশরিরী আজ্ঞাবাহীরা অবাধ্যতা করেনি। এখন কত প্রহর ?

ছ'টা এখন, আপনি তো বলেছেন, এখনি আমাদের কাজ শেষ হবে। এরিয়েল উতলা হয়ে উঠেছে, সে চায় তার বাঞ্ছিত মুক্তি।

প্রস্পারো বললেন, হাঁা, ঝড় যখন তুলি, তখন তাই বলেছিলাম বটে। তারপর, আমাদের রাজা আর তাঁর সভাসদেরা কেমন আছেন ?

এরিয়েল উত্তর দিলে, আপনার আজ্ঞা মতো তাঁদের বন্দী করে রেখেছি। তাঁরা আছেন ঐ লেবুর কুঞ্জে। আপনার যাদুবিদ্যার মায়া না কাটলে তাঁরা মুক্তি পাবেন না। আলোনসো, তার ভাই সেবাস্তিয়ান আর আপনার ভাই—এখনো উন্মাদ। আর সবাই তাঁদের উন্মত্ততায় অধীর, অস্থির। সকলেই বিপন্ন, ভীত। আর গঞ্জালো তো সবচেয়ে বেদনায় অধীর। তিনি কাঁদছেন, তাঁর দাঁড়িতে ঝরে পড়ছে জল, যেমন খোড়ো চাল থেকে জল ঝরে পড়ে তেমনি তাঁর দশা। আপনার মায়ায় তাঁদের এমন দশা যে, দেখে আপনারও করুণা হবে।

তাই নাকি ?

আমি মানুষ হলে তো আমারও এমনি দশা হোত।

আমি তো ওদেরই মতো মানুষ, আমার তো দয়া হচ্ছে। তুমি আকাশের আত্মা, তোমার যদি তাঁদের দুঃখে মায়া হয়, আমার কি হবে না? আমি তো তাঁদেরই জাত—তাঁদেরই মতো আমার আবেগ, তাঁদেরই মতো আমার অনুভূতি। আমার প্রতি তাঁরা নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও, আমার মনে ব্যথা দিলেও, আমি তো ঘৃণা দ্বারা চালিত হব না, আমি মহত্বই দেখাব। দয়াই তো মহত্ব, প্রতিশোধ তো নয়! ওঁরা অনুতপ্ত, ওদের অনুতাপে আমার ক্রোধ উপশম হয়েছে। ওঁরা অনুতপ্ত, এতেই আমার কাজ শেষ হল, আর তো ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ নেই। একটু ভ্রূকুটিও তো আমি করব না। এরিয়েল, যাও তাঁদের মুক্তি দাও। আমার যাদুবিদ্যার শেষ হল, ওঁরা এবার জ্ঞান ফিরে পাবেন। তাঁরা প্রকৃতিস্থ হবেন।

তাঁদের এখন নিয়ে আসি প্রভু! এরিয়েল বললে।

এরিয়েল চলে গেল।

প্রস্পারো এবার আজ্ঞাবহ আত্মাদের সম্বোধন করে বললেন,

নদীতে, পাহাড়ে, হ্রদে—সাগরতীরে যারা থাক পরীর দল—যারা চাঁদের আলোয় ঘাসের উপর বৃত্ত রচনা কর, ভেড়া যেখানকার ঘাস ছোঁয় না—যারা ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে তোল রাতে, যারা রাতে মানুষের গৃহে ফেরবার কলধ্বনি শুনে উল্লসিত হয়ে ওঠে—তাদের আমি ডাকছি। তোমাদের সাহায্যে আমি বহ্নিমান মধ্যাহ্ন সূর্যকে আঁধারে ডুবিয়ে দিয়েছি, ঝোড়ো হাওয়া তুলেছি, নীল সমুদ্র আর নীল আকাশে সংঘাত সৃষ্টি করেছি—বিদ্যুৎ চমকে এনেছি বজ্রের ঘোষণার আভাস, বৃদ্ধ বনস্পতি ওক বৃক্ষকে দীর্ণ করেছি। জেহোভার বজ্র হয়েছে আমার অস্ত্র। তোমাদের সাহায্যে এই যে অচলভূমি তাকে টলমল করে তুলেছি। দেবদারু গাছ ভূমিসাৎ হয়ে গেছে; আমার আদেশে সমাধি দীর্ণ হয়ে গেছে, মৃতেরা উঠে এসেছে জীবন্তের জগতে। আজ তো আমার সেই মায়া, সেই যাদুশক্তি

আমি চিরতরে বিদায় দিলাম। পৃথিবীতে তার শক্তি তো সর্বনাশা—জলে, স্থলে আকাশে তার শক্তি তো আমোঘ। শুধু শেষ কাজটি করে আমার এই যাদুদণ্ড আমি ভেঙে ফেলব। শান্তি তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর খণ্ড খণ্ড করে ফেলব যাদুদণ্ড, তাকে পুঁতে ফেলব মাটির তলায়। আমার যাদু পুঁথি আমি ডুবিয়ে দেব অতল সাগরে।

বাজনা বেজে উঠল, এরিয়েল এল, তার সঙ্গে সঙ্গে আলোনসো, গঞ্জালো, সেবাস্তিয়ান, আন্তনিয়ো ও সভাসদগণ। ওঁরা প্রস্পারোর অঙ্কিত বৃত্তে এসে প্রবেশ করলো। সবাই এখন মায়ামুগ্ধ।

প্রস্পারো তাদের বললেন, ঐ সঙ্গীত তোমাদের উন্মত্ততা দূর করুক! তোমাদের মস্তক তো উত্তপ্ত। তোমরা এখানে দাঁড়াও, তোমরা মন্ত্রস্তব্ধ হয়ে আছ। হে ন্যায়নিষ্ঠ গঞ্জালো, তুমি মানী, আমার চোখে তো তাই সমবেদনার অশ্রু ঝরে। তোমার মায়া কেটে যাবে, ভাস্বর আলো যেমন করে অন্ধকার দূর করে দেয়, তেমন করে আসবে ওদের বিচারবুদ্ধি ফিরে। গঞ্জালো, আমার জীবন-রক্ষক তুমি, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব! আলোনসো তুমি আমার কন্যার প্রতি নির্মম নিষ্ঠুরতা করেছিলে, তোমার ভ্রাতা ছিল সেই পাপের সহায়। সেবাস্তিয়ান তার দণ্ড তুমি পেয়েছ। আন্তনিয়ো. তুমি আমার একই রক্তমাংশে গড়া। কিন্তু তুমি ভ্রাতার প্রতি মমতা ত্যাগ করেও তোমার অনুশোচনা নেই—পাপ তোমার স্বভাব। তুমি সেবাস্তিয়ানের সহায়তায় রাজাকে হত্যা করতে চেয়ে ছিলে। আজ অনুতাপ ভোগ করছ। আমি তবু তোমাদের ক্ষমা করলাম। তোমাদের বিচারবুদ্ধি জোয়ারের মত জাগছে, শীঘ্রই পূর্ণ হবে জোয়ার। আমাকে তোমরা দেখেই চিনতে পারবে। এরিয়েল, আমার মুকুট আর তরবারি নিয়ে এস, আমার মায়া আঙরাখা আমি খুলে ফেলব। আমি এবার সাজব মিলানের সামন্তরাজ। নাও, পরিয়ে দাও! তুমি তো শীঘ্রই মুক্ত হবে।

এরিয়েল বেশ পরিয়ে দিতে দিতে গান গাইছে।

মৌমাছি মৌ চোষে, আমিও চুষি মৌ ফুলে ফুলে
কাউস্লিপের পাপড়ির ভিতরে আমি ঘুমাই—
যখন পেঁচা ডাকে, তখন ঘুমোই।
বাদুড়ের পিঠে চলি, বসন্তের খোঁজে যাই তার পিঠে চড়ে,
আমার জীবন তো এমনি সুখী।
এমনি করে ফুলভরা-ডালের নীচে জীবন কাটাতে
পারি যদি, সেই তো আমার আনন্দ।

বেশ, বেশ, প্রস্পারো নিজের সাজ দেখে খুশী হলেন। তোমার অভাব বোধ করতে হবে, তবু তোমাকে স্বাধীনতা দিতেই হবে। এরিয়েল, বেশ হয়েছে—যখন মিলানের সামন্তরাজ ছিলাম, তখন এমনি ছিল আমার সাজ। যাও, রাজার জাহাজে গিয়ে চালকদের ঘুম থেকে জাগিয়ে আমার গুহায় নিয়ে এস।

আমি এখনি যাব হাওয়ায় ভেসে ভেসে, আপনার নাড়ির দুবারের স্পন্দনের আগেই ফিরে আসব।

এরিয়েল মিশে গেল হাওয়ায়।

গঞ্জালোর জ্ঞান হয়েছে সবার আগে, তিনি ভাবলেন, বিপদ তো এল, তার সঙ্গে এল বিস্ময়। এ এক অদ্ভুত দ্বীপ—এখানে সব কিছুই আশ্চর্য। কোন দেবদূতের সাহায্যে এই সর্বনাশা দ্বীপ থেকে চলে যেতে পারলে হয়!

আর সবাইও এখন প্রকৃতিস্থ। এবার প্রস্পারো তাঁর সামন্তরাজের বেশে এসে দেখা দিলেন।

প্রস্পারো আত্মপরিচয় দিলেন, মহারাজ, দেখুন আমিই সেই মিলানের সামন্তরাজ, সেই আমি—যার উপর করা হয়েছিল অবিচার। আমি অশরিরী নই, জীবন্ত মানুষ। আসুন, আপনাদের আলিঙ্গন করি—তাহলে আর দ্বিধা থাকবেনা। স্বাগত মহারাজ, স্বাগত এই দ্বীপে।

আলোনসা বিভ্রান্ত, তিনি ধীরে ধীরে বললেন, জানিনা, আপনি সেই কিনা—না, কোন অশরিরী দুষ্ট আত্মা আমাকে প্রতারণা করতে এসেছে, কিন্তু আপনার বক্ষের স্পন্দন শুনে মনে হচ্ছে আপনি মানুষ। না হয় মেনেই নিলাম আপনি সেই—আপনি নিশ্চয়ই আমাদের আপনার আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে তার প্রমাণ দেবেন। আমি শপথ করছি, আমি আমার সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে আপনার কাছে অবিচারের জন্য ক্ষমা চাইব। কিন্তু কি করে সম্ভব হল—প্রস্পারো বেঁচে আছেন—আর তাও এই নির্জন দ্বীপে।

প্রস্পারো গঞ্জালোর দিকে তাকিয়ে বললেন, গঞ্জালো, আমার যোগ্য বন্ধু, আসুন আপনাকে আগে আলিঙ্গন করি! আর কাউকেই আপনার সমান সম্মান তো দেওয়া চলে না।

গঞ্জালো বললেন, আমি তো যা দেখছি, বিশ্বাস করতে পারছিনে! এখনো কি আমি মায়াবদ্ধ।

প্রস্পারো বললেন, এখনো মায়ার কথা ভাবছেন? তবে তাইতো স্বাভাবিক। মায়া দেখে দেখে, বাস্তবকেও মায়া বলে মনে হচ্ছে। স্বাগত বন্ধুগণ!

আন্তনিয়ো আর সেবাস্তিয়ানের দিকে তাকিয়ে প্রস্পারো বললেন, আজ যদি চাইতাম, রাজরোষ উদ্রেক করে তোমাদের সর্বনাশ করতে পারতাম! তোমরা বিশ্বাসঘাতক! কিন্তু আজ আমি ক্ষমা করব সবাইকে, তাই বলব না সেই গোপন কথা।

সেবাস্তিয়ান আপন মনে বললেন, ইনি সত্য কথাই বলেছেন, সয়তান ওকে জানিয়েছে আমাদের অভিসন্ধি।

প্রস্পারো বললেন, না, আমি সে গল্প করব না। আর আমার ঐ ভ্রাতা—ঐ দুরাত্মাকে ভাই বলে ডেকে আমার মুখ কলঙ্কিত করতে হচ্ছে। যাহোক, তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু তোমার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে—জানি, তুমি দিতে বাধ্য হবে।

আলোনসো বললেন, আপনি যদি প্রস্পারোই হন, আমাদের বিস্তারিত বলুন, কি করে আপনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, কি করে এখানে এলেন। কি করে আমাদের সঙ্গে দেখা হল—আমরা তো তিন ঘণ্টা আগে এখানে জাহাজ ডুবি হয়েছি। আর স্মৃতির কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি,—হায়, এখানেই তো আমার প্রিয় পুত্রকে আমি হারালাম।

আমি তার জন্য দুঃখিত মহারাজ।

আলোনসো বলে উঠলেন, আমার এই সর্বনাশের ক্ষতি পূরণ তো হবে না, ধৈর্য তো এর প্রতিষেধক নয়।

প্রস্পারো বললেন, তার মানে তো এই বুঝব, আপনি আমার মতো ধৈর্য ধরে থাকতে জানেন না। আমি তো এই ধৈর্যেরই সাহায্যে ঠিক আপনারই মতো আমার শোক সহ্য করছি।

সে কি! আপনিও শোক পেয়েছেন?

আমার কন্যাকে আমি হারিয়েছি!

কি বললেন? কন্যা? হা ঈশ্বর, ওরা তো পরস্পর বিবাহ করে নাপলীর রাজা আর রাণী হতে পারে? হায়, আমার পুত্র যেখানে শুয়ে আছে, সেখানে সেই কর্দমাক্ত শয্যায় যদি আমার ঠাঁই হতো—আর সে বাচত—হায় এই তো আমার সাধ! কবে আপনার কন্যাকে আপনি হারালেন?

প্রস্পারো উত্তর দিলেন, গত ঝড়ে। এই সভাসদবর্গ আমাকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন, তাদের বিচারবুদ্ধি যা বলছে তাতে তাঁরা তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু যতই বিভ্রান্ত হোন আপনারা, আমি বলছি, আমিই প্রস্পারো—আমিই মিলানের সামন্তরাজ। ঈশ্বরের দয়ায় এই দ্বীপের তীরে এসে আমি আশ্রয় পেয়েছি। আমি এখন এই দ্বীপের অধীশ্বর। কিন্তু আর বেশী কিছু বলব না। এ কাহিনী একদিনে ফুরাবে না। প্রথম সাক্ষাতে তো এ কাহিনী বলা চলে না। আসুন—স্বাগত বন্ধুগণ—স্বাগত এ দ্বীপে! এই গুহা

আমার প্রাসাদ। আমার কয়েকজন অনুচর আছে। আমার প্রজা নেই। আসুন, গুহার ভিতরে একবার তাকিয়ে দেখবেন! আপনি আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন তারই বদলে আমি আপনার ক্ষতি পূরণ করে দেব। অন্ততঃ এমন আবিষ্কারে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, রাজ্যের পুনোরুদ্ধারের চেয়েও এ তো আশ্চর্য ব্যাপার।

প্রস্পারো গুহার দরজা খুলে দিলেন। দেখা গেল, ফার্দিনান্দ আর মিরান্দা দু'জনে বসে দাবা খেলছেন।

মিরান্দা বললে, ওগো, তুমি আমাকে ঠকালে।

ফার্দিনান্দ হেসে বললে, না গো না, আমি তোমাকে এই পৃথিবী পেলেও ঠকাবো না।

মিরান্দা বলল, এই যদি তোমার ন্যায়সঙ্গত খেলা হয়, তাহ'লে তাই হোক! আমিও একে ন্যায়সঙ্গতই বলব। আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসি। তাই আমাকে ঠকালেও সে তো ন্যায় হয়েই দাঁড়াবে।

আলোনসো বলে উঠলেন, এ যদি দ্বীপের জাদু হয়, তাহলে আমার পুত্রকে হারাবার শোক আমাকে দ্বিতীয় বার পেতে হবে।

সেবাস্তিয়ান বলে উঠল, এতো আশ্চর্য!

ফার্দিনান্দ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর পিতাকে,—তিনি গুহার বাইরে ছুটে এসে নতজানু হয়ে বললেন,

সাগর ভয় দেখায়, কিন্তু তবু সাগর দয়ালু! আমি শুধু শুধুই তাকে অভিশাপ দিয়েছি।

আলোনসো বলে উঠলেন, পিতার সমস্ত আশীর্বাদ পুত্রকে ঘিরে থাকে! বল—কি করে এখানে এলে?

মিরান্দা সবাইকে দেখে অবাক হয়ে গেছে, সে বললে, কি চমৎকার মানুষ! মানুষ এত সুন্দর!

প্রস্পারো বললেন, মা, এ তোমার কাছে নতুনই বটে!

আলোনসো এবার পুত্রকে শুধালেন, যার সঙ্গে খেলছিলে, ঐ কুমারীটি কে? উনি কি দেবী, না মানবী? তিন ঘণ্টার বেশী নিশ্চই আলাপ হয়নি! উনিই কি আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন, আবার মিলিয়েও দিলেন?

উনি মানবী—ফার্দিনান্দ বললেন। কিন্তু অমর দেবতার দয়ায় উনি এখন আমার। ওঁকে যখন বরণ করেছিলাম, আমার পিতার অনুমতি নিতে পারি নি। বিশ্বাস করতে পারিনি, আমার পিতা বেঁচে আছেন। উনি মিলানের সামন্তরাজের কন্যা। তাঁর খ্যাতি আমি বহু শুনেছি, কিন্তু আগে কখনো তাঁকে দেখেনি। উনি আমার পিতা, কেন না উনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবন দিলেন। আর এই মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে উনি আবার আমার পিতা হলেন।

আলোনসো বলে উঠলেন, আমিও পিতা হলাম। আমার কন্যার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, এও আশ্চর্য ব্যাপার--তার নির্বাসনের হেতু তো আমি।

প্রস্পারো বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, ক্ষান্ত হোন? অতীতের দুঃখের স্মৃতিকে জীইয়ে না রাখাই ভালো।

গঞ্জালো বললেন, আমি তো আপন মনে কেঁদেছি। হে দেবতা! এই দম্পতিকে আশীর্বাদ কর, ওদের নাপলীর রাজা আর রাণী রূপে সুখী কর! নিয়মিত আজ্ঞায় তো জাহাজ এখানে এই তীরে এসে নোঙর করেছে।

গঞ্জালো, তাই যেন হয়! আলোনসো বলে উঠল।

গঞ্জালো বললেন, সামন্তরাজ প্রস্পরো কি নির্বাসিত হয়েছিলেন এই জন্যে যে, তাঁর দৌহিত্র হবে নাপলীর রাজা? ঘটনার এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনে আসুন আমরা উৎসব করি—আসুন অক্ষয়-স্তম্ভে সোনার অক্ষরে খোদাই করে রাখি আজকের দিনটির স্মৃতি! এ তো অদ্ভুত! ক্লারিবেল পেলেন তাঁর স্বামীকে, আর তাঁরই ভাই

ফার্দিনান্দ পেলেন তাঁর স্ত্রী। আর প্রস্পারো ফিরে পেলেন এক নির্জন-দ্বীপে তাঁর রাজ্য। আর আমরা ফিরে পেলাম আমাদের বুদ্ধি। আমরা তো বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলাম।

আলোনসো মিরান্দা আর ফার্দিনান্দকে কাছে ডেকে বললেন, আমার হাতে হাত দাও! যারা তোদের মঙ্গল চায় না, দুঃখ জমা থাক তাদের জন্য!

গঞ্জালো সায় দিলেন—হ্যাঁ, তাই হোক। শান্তি শান্তি!

এরিয়েল এবার জাহাজের কাপ্তেন আর লস্করদের নিয়ে এল। তাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

গঞ্জালো তাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, এই তো আমাদের সব মানুষ। আমি তো ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম—ঐ যে কাপ্তেনের সহকারীটি—ওর মৃত্যু আছে ফাঁসকাঠে, ও কখনো ডুবে মরতে পারে না। ওহে, তখন তো দেবতার দয়ার কথায় ফুঁসে উঠেছিলে? এখন কি ডাঙায় উঠে সে জারিজুরি আছে? না, মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছ? কি খবর?

সেরা খবর! সহকারীটি বললে! আমাদের রাজা আর তাঁর সভাসদেরা নিরাপদে আছেন। আর দোসরা খবর,—তিন ঘণ্টা আগে যে জাহাজকে ভেবেছিলাম,—ভেঙে, ফুটো হয়ে লবেজান হয়ে গেছে, সেই জাহাজ এখন একেবারে যে দিনটি প্রথম জলে ভাসিয়েছিলাম ঠিক সেদিনকার মতো আছে। পালটিরও কিছু হয়নি।

এরিয়েল প্রস্পারোকে বললে, প্রভু আপনার আদেশ পালন করেছি।

প্রস্পারো বললেন, সাধু আমার অশরিরী অনুচর!

আলোনসো বললেন, এতো প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাপার নয়! এ যে অস্বাভাবিক! এ যে অদ্ভুত থেকেও অদ্ভুত—? নাবিক তুমি কি করে এখানে এলে, বল!

সহকারী বললে, আমি যে জেগে আছি, একথা যদি বিশ্বাস করতে পারতাম, তাহলে হয়ত বলতে চেষ্টা করা যেত। আমরা সবাই তখন জাহাজের খোলের ভিতরে ঘুমে বেহুঁশ হয়েছিলাম। আর ঠিক মিনিট-খানেক আগে তর্জন-গর্জন শুনে জেগে উঠলাম। আর জেগে উঠে দেখি জাহাজটি আছে। তার পরে এখানে এসে পড়লাম।

এরিয়েল জনান্তিকে বললে, আমি কি তা ঠিক করিনি?

হ্যাঁ, আর একটা কাজ করতে হবে—তার পরেই তুমি মুক্ত। প্রস্পারো জনান্তিকে বললেন।

আলোনসো বলে উঠলেন, এ যে অদ্ভুত কাণ্ড! সমস্তই অদ্ভুত! এখন উপর থেকে দেবতারা যদি এ রহস্য উদ্ঘাটন করেন, তাহলে এ কাহিনীর রহস্য জানা যাবে না।

প্রস্পারো বললেন, মহারাজ, এই অদ্ভুত ঘটনাবলী নিয়ে ভাববেন না। কোন অবসর সময়ে আমি সব আপনাকে বলব—অন্যে শুনতে পাবে না। যতক্ষণ সে অবসর না আসে, আপনি তা নিয়ে ভাববেন না! শুধু উৎফুল্ল হয়ে ভাবুন, যা ঘটেছে মঙ্গলের জন্যই ঘটেছে। এ কোন দুষ্টশক্তির মায়া, এ বলে মনেও স্থান দেবেন না! এরিয়েলকে ডেকে বললেন, যাও, ক্যালিবান আর তার সঙ্গীদের মুক্ত করে দাও!

এরিয়েল চলে গেল। এবার প্রস্পারো আবার রাজাকে বললেন, মহারাজ কেমন লাগছে? এখনো আপনার কটি মানুষ আসেনি?

এরিয়েল ক্যালিবান, ত্রিনকুলোকে আর স্তেফানোকে নিয়ে এসে ঢুকলো। ত্রিনকুলো আর স্তেফানোর পরণে চুরি করা রাজবেশ।

স্তেফানোর মদের ঝোঁক এখনো কাটেনি, প্রলাপ আওড়াতে আওড়াতে এসে ঢুকল।

প্রত্যেকে অপরের তত্ত্ব-তালাস করুক, নিজেদের তত্ত্ব-তালাস না করলেও চলবে—সবই তো দৈবের ব্যাপার।

সে এই কথা বলে ক্যালিবানকে আশ্বস্ত করতে চাইলে। ওগো দোস্ত দানো—একটু চাঙা হও।

ত্রিনকুলোর নেশা অনেক আগেই ছুটে গেছে, সে বললে, যদি চোখকে বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এতো চমৎকার!

ক্যালিবানও তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বললে, নিশ্চয়ই আমার দেবতা সেতেবস এসে গেছেন! আহা আমার মনিবকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে? এবার নিশ্চয়ই আমাকে সাজা দেবে! নিশ্চয়ই গাল পাড়বেন!

সেবাস্তিয়ান ক্যালিবানকে দেখে হেসে উঠল, আরে এ কি জন্তু আন্তনিয়ো? এদের পয়সা দিয়ে কেনা যায় তো?

প্রস্পারো ওদের চরি করা পোশাকের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ বেশগুলো দেখুন! ওরা লুটে নিয়েছে ঐ বেশ—তারপরে বলুন ওরা সৎ লোক কিনা! ঐ কুৎসিৎ জীবটাকে দেখুন! ওর মা ডাইনি, খুবই ছিল তার ক্ষমতা—সে চন্দ্রকে শাসন করতে পারত—সাগরের জোয়ার-ভাঁটা ছিল তার হাতে। চাঁদের শক্তি সে নিজের কাজে লাগাত। ঐ দুজনের সঙ্গে ও আমার জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করে। আপনি নিশ্চয়ই এই দুটোকে চেনেন? আর ঐ কিম্ভুত জীব তো আমারই ভৃত্য।

আমাকে মেরেই ফেলবে—সভয়ে চিৎকার করে উঠল ক্যালিবান।

আলোনসো স্তেফানোর দিকে তাকিয়ে শুধালেন, এই আমার সেই মাতাল বাবুর্চি না?

সেবাস্তিয়ান বললেন, ও মদ কোথায় পেল?

ত্রিনকুলো দেখছি দাঁড়াতে পারছেন না, আলোনসো বললেন।

ওরা কোথায় পেলে সুরা—কোথায় পেল ঐ অমৃত?

আর কি করেই বা কর্দমে এমন দশা হল ওদের?

পচা ডোবায় পড়ে গেছলাম মহারাজ, আর তাতে গেঁটে বাতে

ধরেছে, আজীবন এই বাতে ভুগতে হবে। কিন্তু মাছি বসবে না, পচা মাংসের মত দুর্গন্ধেই তারা কাছে ঘেঁসবে না।

কি হল স্তেফানো? সেবাস্তিয়ান শুধালেন।

ছোঁবেন না, আমি স্তেফানো নই—শুধুই গেঁটে বাত।

প্রস্পারো বললেন, তোমরা না এ দ্বীপের রাজা হতে চেয়েছিলে?

সেবাস্তিয়ান বললেন, ওঃ! অমনি গেঁটে বাত নিয়ে রাজা হলে আমি তো প্রজার উপর খুব অত্যাচার করতাম!

আলোনসো ক্যালিবানকে ভাল করে দেখে বললেন, বা! এতো এক অদ্ভুত জীব! এমন জীব তো আগে কখনো দেখিনি!

প্রস্পারো বললেন—ও আকারের চেয়ে স্বভাবে আরো কুৎসিত। যা, তোর সঙ্গীদের নিয়ে গুহার ভিতরে যা! আজ রাত্রে উৎসব হবে, তার জন্যে পরিষ্কার করতে হবে গুহা—আর তাহলেই তোদের আমি ক্ষমা করব।

ক্যালিবান এতক্ষণ শাস্তির ভয়ে কাঁপছিল, এবার খুশী হয়ে বললে, সব সাফ করে দেব। এখন থেকে চালাক হতে হবে। সব কাজ করব, যাতে দয়া হয় মনিবের। যাতে তার নেক্‌নজরে পড়ি। আমি কি বোকা! এই মাতাল হাঁদাটাকে ভেবেছিলাম দেবতা, পূজা করছিলাম!

যা! প্রস্পারো আদেশ দিলেন।

আলোনসো ত্রিনকুলো আর স্তেফানোকে বললেন, যা যেখান থেকে পোশাকগুলো এনেছিস, সেখানে রেখে আয়।

নয়তো চুরি করে নিয়ে সরে পড়! সেবাস্তিয়ান মন্তব্য করলেন।

ওরা চলে গেল।

প্রস্পারো এবার বললেন, মহারাজ, আপনাকে এবং আপনার সভাসদবর্গকে আমার এই দীনের গুহায় আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—আজকের রাতের মতো আপনারা সেখানে বিশ্রাম করবেন। আমি

রাত্রির এক অংশ এমন এক কাহিনী বলে অতিবাহিত করব, যাতে আপনারা সময়ের হিসেব ভুলে যাবেন। আমার জীবনের কাহিনীই বলব আমি। এখানে আসার পরে কি কি ঘটছে সব বলে যাব। প্রভাতে আপনাদের নিয়ে যাব জাহাজে, আপনাদের সঙ্গেই যাব নাপলীতে। আমাদের প্রিয়তম সন্তান দু'টির বিবাহ-উৎসবে যোগ দেব এই আমার আশা। তারপর মিলানে গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হব। আমার ভাবনাব কেন্দ্র হবে পরলোক—ইহলোক নয়!

আলোনসো বললেন, আপনার কাহিনী শোনবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব। মনে হয় সে যেন এক বিস্ময়—যাদুর মতোই কর্ণকে মুগ্ধ করে রাখব।

প্রস্পারো বললেন, সব বলব আপনাকে। অনুকূল বাতাসে পাল স্ফীত করে দেবে, আর যাত্রা হবে এমন দ্রুত যে. আমরা নাপলীগামী অন্যান্য পোতগুলির নাগাল পেয়ে যাব।

এবার এরিয়েলকে জনান্তিকে বললেন, এরিয়েল প্রিয় আমার, তোমাকে শেষ কাজটা করতে হবে। অনুকূল বাতাস বইয়ে দেবে, সমুদ্র থাকবে শান্ত। তারপরে তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধান। তুমি পঞ্চভূতে মিশে গিয়ে তোমার মুক্তির আনন্দ উপভোগ করবে। বিদায় এরিয়েল।

প্রস্পারো অতিথিদের গুহায় ঢোকার জন্য সঙ্কেত করলেন, আসুন আপনারা, আমার সঙ্গে আসুন!

সবাই ধীরে ধীরে গুহায়-প্রবেশ করলেন।